CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 10 September, 2020 ■ আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২৪ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আবার আন্দোলনে নামছে ১০৩২৩ ধৈর্য না হারানোর পরামর্শ শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। আগামীকাল ১০ সেপ্টেম্বর থেকে তিনদিনের গণঅবস্থান এ বসছে জাস্টিস ফর ১০৩২৩ শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদর কার্যালয় খুমলুঙ এলাকায় এই গণঅবস্থানের ডাক দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের নেতা অজয় দেববর্মা আজ আগরতলা আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। এদিকে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ১০৩২৩ এর উদ্দেশ্যে অধৈর্য হওয়ার কারণ নেই। কারোর ইন্ধনে অযথা নিজেকে অস্থীর করে তুলবেন না। একই বলেন, রকম ভাবে অন্যদেরকে অস্থীর করাবেন না। জনগণের সরকার, দায়বদ্ধ সরকার। করোনার কারনে পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলে অবগত। এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি কথার খেলাপ করবে না।

তিনি বলেন তিন দিনের অবস্থান চলাকালে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হলে এজন্য সংগঠন দায়ী থাকবে না। অপ্রতিকর ঘটনা সংঘটিত হলে সরকার এবং প্রশাসনকেই এজন্য দায়ী থাকতে হবে বলে স্পষ্ট ভাবে

হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনের নেতা। জাস্টিস ফর ১০৩২৩ সংগঠক সংগঠনের নেতা জানান চাকরচ্যুত অনাহার-অর্ধাহারে এবং বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। সম্প্রতি বাধারঘাট এ পার্থ মজুমদার নামে চাকরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যুর ঘটনাকে এ ধরনের ঘটনার শামিল বলে তিনি আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরো জানান তিনদিনের গণড

অবস্থান শেষেও সরকার কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই আন্দোলনকে এগিয়ে যাবে। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের অবিলম্বে চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি জোরালো দাবি জানিয়েছেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আরো জানান পরিবার প্রতিপালন এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই তারা এ ধরনের বৃহত্তর আন্দোলনের পথে এগিয়ে চলেছেন। সংগঠনের নেতা আরো অভিযোগ করেছেন বর্তমান সরকার তাদের পাশে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও চাকুরীতে নিযুক্তির কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তাদেরকে চাকরিচ্যুত করার জন্য তারা নিজেরা দায়ী নয় বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। বিগত সরকারের ভুল নীতির কারণে তাদের আজ বিপন্ন দশায় পড়তে হয়েছে। যে সরকারের আমলেই হোক না কেন তারা কেন এই দুর্ভোগের শিকার হবেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন তারা। সরকার এবং প্রশাসনকে তাদের প্রতি সহানুভূতির মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের এই গণঅবস্থান আন্দোলনে সকল অংশের মানুষের সহযোগিতা আহ্বান করেছে সংগঠন।

অধৈর্য হওয়ার কারণ নেই। কারোর ইন্ধনে অযথা নিজেকে অস্থীর করে তুলবেন না। একই রকম ভাবে অন্যদেরকে অস্থীর করাবেন না। জনগণের সরকার, দায়বদ্ধ সরকার। করোনার কারনে পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলে অবগত। এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি কথার খেলাপ করবে না। রাজ্য মন্ত্রিসভার সকল সদস্যরা চায় ১০৩২৩ এর সুষ্ঠ মিমাংসা। যে সৃষ্টি করে গেছেন তাঁর পাপ বহন করতে হচ্ছে বর্তমান সরকারকে। এরজন্য কমিশন বসানো হয়েছে। এগুলি স্পষ্ট হয়ে যাবে। ৬ মাসের মধ্যে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। ইতিমধ্যেই দুমাস গেছে। তবে ১০৩২৩ নিয়ে সরকার একটা প্রক্রিয়ায় এনেছে। বুধবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিতে চিকিৎসায় গাফিলতিতে করোনা রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। ফর বিনা চিকিৎসায় এক করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তাল হয়ে গেল জিবি হাসপাতাল। ঘটনা বুধবার দুপুরে জিবির কোভিড হাসপাতালে। মৃত ব্যক্তির নাম নান্টু মন্ডল। বাড়ি হাপানিয়ার দুর্গাপাড়াতে।

বিগত কয়েক বছর ধরেই তিনি রক্তাল্পতা রোগে ভুগছিলেন। এছাড়া আর বিশেষ কোনো সমস্যা ছিল না নান্টু মন্ডলের। একই সমস্যা নিয়ে তিনি গত সোমবার ভর্তি হন হাপানিয়াতে। সেখানে তার কোভিড পরীক্ষা হবার পর পজেটিভ আসলে তাকে জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জিবিতে যাবার পর থেকেই তাকে কোনো ধরনের পরিষেবা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তুললেন মৃতের পরিবার। পরিবারের লোকজন স্পষ্টভাবে বলেন, তাকে রক্ত দিলেই কিন্তু বেঁচে যেতেন।

অথচ কোনো চিকিৎসক, নার্সই নাকি তাকে কোনো ধরনের সহায়তা করেনি। অবশেষে বুধবার নান্টু মন্ডল মৃত্যুর কোলেই ঢলে পড়েন।চিকিৎসার কারণে মারা গেলেন হাপানিয়ার এই বাসিন্দা। এই অভিযোগটা করে তার পরিবারের লোকজন রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেন, তাদের তো লোক চলেই গেলেন।আর তো ফিরে পাওয়া যাবে না তাকে। কিন্তু আগামিতে যারাই আসবেন জিবিতে এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসা করাতে তাদের দিকে যাতে নজর দেওয়া হয় সরকারের তরফে।

আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ডেডিকেটেড কোভিড হেলথ সেন্টারে রূপান্তরিত করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। আগামী দুইদিনের মধ্যে আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে ডেডিকেটেড কোভিড হেলথ সেন্টারে রূপান্তরিত করা হবে। এখানে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পন্ন ১৫টি শয্যা থাকবে। আজ ধলাই জেলার জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় অনুষ্ঠিত এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই কথা বলেন। তিনি বলেন, এই কোভিড কেয়ার সেন্টারে রেখেই রোগীদের সুস্থ করে বাড়ি পাঠাতে হবে। শুধুমাত্র সংকটজনক রোগীদেরই আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করতে হবে।

আগরতলার জিবি হাসপাতালে সংকটজনক রোগীদের যে আপতকালীন ইনজেকশান দেওয়া হচ্ছে তা ধলাই জেলার স্থানীয় কোভিড কেয়ার সেন্টারে দেওয়া যায় কি না তা খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ব্যবস্থাটি করা গেলে এতে রোগীর মৃত্যুর হার যেমন কমবে তেমনি জিবি হাসপাতালের উপর চাপও কমবে। কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্যে যে সমস্ত কল সেন্টার খোলা হয়েছে সেগুলিকে দিনরাত খোলা রাখার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দিনে অন্তত দুইবার চিকিৎসকদের কোভিড কেয়ার সেন্টারে রোগীদের পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সেন্টারগুলিতে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। রোগীরা যদি অসুস্থ বোধ করেন তাহলে এই মাইক্রোফোন তারা ব্যবহার করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রোগীরা যাতে মানসিকভাবে দুর্বল না হয়ে পড়েন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে সমস্ত রোগী হোম আইসোলেশনে রয়েছেন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের তাদের ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ খবর নিতে হবে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ধলাই জেলার জেলাশাসক গোবেকর ময়ুর রতিলালকে এম জি এন রেগার কাজকর্ম চালু রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন, পূজার আগে গ্রামে গ' যাতে রেগার শ্রমিকরা তাদের মজরী পেয়ে যান তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

সভায় খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পসারণে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে আরও বিশেষ' চিকিৎসক দেওয়ার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. চিতন দেববর্মা জেলার করোনা রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি জানান, এই মূহুর্তে জেলায় তিনটি কোভিড কেয়ার সেন্টার রয়েছে। জেলায় হোম আইসোলেশনে যে ৩৬৪জন রয়েছেন তাদের মধ্যে ৯৩ জন ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান পাওয়ার জন্য বিবেচিত হয়েছেন। এরমধ্যে এখন পর্যন্ত ৭৩ জনকে এই আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। সভায় ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ (গোপ), মুখ্যমন্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জঙ্গলে আশ্রয় নিল নাবালিকা গৃহপরিচারিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। নন্দননগরের জঙ্গল থেকে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে চাইল্ড লাইন এবং আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। জানা যায় নাবালিকা স্বপনকুমার জমাতিয়া নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করতো। আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করেই স্বপনকুমার জমাতিয়া নামে নন্দন নগরের এক ব্যক্তি নাবালিকাকে বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করাত।

শুধু গৃহপরিচারিকার কাজ করেই তাকে নিস্তার দেওয়া হয়নি প্রতিনিয়ত নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। ক্রমাগত নির্যাতনের শিকার নাবালিকা বাড়ি থেকে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। গত দু''দিন ধরে নাবালিকাকে জঙ্গলে কাটাচ্ছে বলে খবর পেয়ে চাইল্ড লাইন পূর্ব থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চলে তল্লাসি চালিয়ে নাবালিকাকে থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে স্বপনকুমার জমাতিয়া এবং তার স্ত্রী নাবালিকার উপর নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে নাবালিকা গৃহপরিচারিকা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। আতঙ্কে সে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকেই চাইল্ড লাইন কে খবর দেওয়া হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দাবীতে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হল উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। পশ্চিম জেলা এবং সিপাহী জলা উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে বুধবার পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সম্ভাসবাদি কার্যকলাপ বাস্তুচ্যুত প্রতিটি পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন এর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে সংগঠন.।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উগ্রপন্থী হামলায় বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিকে কোন ধরনের সাহায্য করা হচ্ছে না। বিগত সরকারের আমলে তারা চরম অবহেলা এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। বর্তমান সরকারও তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না বলে তারা অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে পাহি জলা জেলার উদ্বাস্তুপরিবারগুলিকে পুনর্বাসন এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।তারা আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়িতে ঢুকে স্বামীর সামনেই গৃহবধূকে কুপ্রস্তাব এডি নগরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। অরুন্ধতী নগর থানা এলাকার প্রতাপগড় এর ঝুলন্ত ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় এক মহিলাকে গতকাল গভীর রাতে কুপ্রস্তাব দিয়ে বিপাকে পড়েছে এক ব্যক্তি। অভিযুক্তের নাম রাকেশ ভট্টাচার্যী ওরফে টুনু ভট্টাচার্য।ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল রাত আড়াইটা নাগাদ রাকেশ ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি অপর এক যুবকের সঙ্গে নিয়ে প্রতাপগড় ঝুলন্ত ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার এক বাড়িতে যায়।

ওই বাড়িতে গিয়ে ঘরের দরজা খোলার জন্য ডাকাডাকি শুরু করে।গৃহকর্তা ঘর থেকে বের হয়ে আসলে তার স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য বলেন ওই লম্পট। টাকার বিনিময়ে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করার চক্রান্ত করে সে। মহিলাকে ঘর থেকে বের করে না দিলে পরিণতি ভয়ংকর আকার ধারণ করবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয়। শেষ পর্যন্ত তার অপপ্রয়াস ব্যর্থ হয়। রাত পোহাতে এ ব্যাপার অরুন্ধতী নগর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়ি পুলিশের হাতে বাজেয়াপ্ত মাত্রারিক্ত চূণাপাথর বোঝাই ৩টি ডাম্পার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর।। মেঘালয় থেকে অবৈধ উপায়ে মাত্রাতিরিক্ত চূণাপাথর (লাইমস্টোন) বোঝাই ডাম্পার অসমের কাছাড় করিমগঞ্জের দীর্ঘ সড়ক অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত চোরাইবাড়ি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। ডাম্পার তিনটি ত্রিপুরায় প্রবেশের মুখে ধরা পড়েছে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়া থানাধীন চোরাইবাড়ি পুলিশের হাতে।

অভিযোগ, বহু দিন ধরে এই সড়ক দিয়ে বে আইনি ভাবে ব্যাপিক হারে চূণাপাথর পাচার হচ্ছে। প্রতিটি চূণাপাথর বোঝাই ডাম্পারে অভারলোড হওয়ায় আট নম্বর জাতীয় সড়কেরও দফারফা হয়ে গেছে। এমন গণ অভিযোগের ভিত্তিতে নড়েচড়ে বসেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। তিনি বিষয়টি নিয়ে অতিসম্প্রতি করিমগঞ্জের পুলিশ সুপারের সাথে কথা বলে ন। ফলে গা ঝাড়া দেয় পুলিশও। পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জীব কৃষ্ণের নির্দেশে অভিযান চালিয়ে ভোরে ত্রিপুরাগামী তিনটি চূণাপাথর বোঝাই ডাম্পার আটক করে চোরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের কর্মীরা। আজ আটক ডাম্পারগুলির বিরুদ্ধে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত এক মামলা হাতে নিয়েছে। পাশাপাশি ডাম্পারগুলিকে নিজেদের জিম্মায় নিয়ে বাজেয়াপ্তকৃত যাবতীয় কাগজপত্র আদালতে পাঠিয়ে দিয়েছে। তবে এই কাণ্ডে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে জানা গেছে।

চোরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ মিন্টু শীল জানান, সোমবার কাকভোরে পুলিশের তল্লাশিতে যথাক্রমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাস্ক না পরায় সদর মহকুমায় জরিমানা আদায় সাত লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে করোনা সংক্রমণ দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে। এই অবস্থায় পশ্চিম জেলার অবস্থা উদ্বেগ জনক। প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যার একটা বড় অংশ থাকছে পশ্চিম জেলার। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে প্রশাসনিক ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিনা মাস্কে যারা বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন তাদের করা হচ্ছে জরিমানা। একাধিক জরিমানা আদায় করা হলেও একটা অংশ এখনো এই নির্দেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাঃ প্রদীপ ভৌমিকের শারীরিক অবস্থার অবনতি উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। করোনায় আক্রান্ত রাজ্যের প্রখ্যাত চিকিৎসক প্রদীপ ভৌমিকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য বুধবার নিয়ে যাওয়া হয়। একটি চার্টার্ড বিমান তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার পর নিজের বাড়িতেই হোম আইসলেশনে ছিলেন তিনি। তবে সোমবার তার শ্বাসকষ্ট ওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে জিবিতে আইসিইউতে ভর্তি করানো হয় এই চিকিৎসককে। তবে দুদিন অতিক্রম হয়ে যাবার পর ও খুব একটা উন্নতি হয়নি চিকিৎসক প্রদীপ ভৌমিকের শারীরিক অবস্থার। বুধবার দুপুর থেকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে ক্রমশ। তাই আর কোনো ধরনের ঝুঁকি না নিয়ে জিবি হাসপাতাল কতৃপক্ষ তাকে বহিঃ রাজ্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। সকাল থেকে জিবিতে ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকও।

চিকিৎসক প্রদীপ ভৌমিকের শারীরিক অবস্থার কথা শোনে সাংসদ ও তড়িঘড়ি ছুটে যান সেখানে। সাংসদের উপস্থিতিতেই এজিএমসির অধ্যাপক চিকিৎসক প্রদীপ ভৌমিককে হুইল চেয়ারে করে নিচে নামিয়ে আনা হয়। এর পর স্ট্রেচারে করে এম্বুলেন্সে উঠানো হয় চিকিৎসক প্রদীপ ভৌমিককে। করোনা ছাড়াও ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক নিউরো এবং কিডনির সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছিলেন। এদিন তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়াতেই তড়িঘড়ি তাকে পাঠানো হল কলকাতাতে। বিকালে একটি চার্টার্ড বিমানে তাকে কলকাতায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কুসংস্কারের বেড়াজালে এখনও আটকে আছেন উপজাতি জনপদের বহু মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। ডাইনি প্রথা একটি অভিশাপ যা বিশেষ করে উপজাতি জনবসতি এলাকাগুলোতেই একমাত্র লক্ষ্য করা যায়। যার ফলশ্রুতিতে এই ডাইনি প্রথার বশবর্তী হয়ে অনেক উপজাতি রমণী যুবতী এবং শিশু বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাতে হয়েছে। শুধু তাই নয় এই ডাইনি প্রথার জন্য গ্রাম ছাড়া , ঘর ছাড়া হয়ে এক সময়ে এক যুবতীকে আক্রমণের শিকার হতে হয়েছিল মুঙ্গিয়াকামী এলাকায়। বেশকিছুদিন থেমে থাকলেও ফের একবার মুঙ্গিয়াকামী এলাকায় ডাইনি প্রথার শিকার হয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে অনেক উপজাতি যুবতী।

এমনই এক ঘটনার চিত্র ধরা পড়লো। উল্লেখ্য তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীনে উওর মহারানী এলাকায় ১২ বছরের এক শিশু কন্যাকে ডাইনি অপবাদে গ্রামের মানুষের আক্রমণের শিকার হয়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছিল। সেটা ছিল ২০১৬ সালের ঘটনা। এর কিছুদিন পরই আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ছিল এই ডাইনি প্রথা গুলি। বারবার সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করার পর খোয়াই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এর নজরে আসে ঘটনাবলী। তখনই ওই এলাকা থেকে ১৭ জন যুবতীকে যাদের ডাইনি সন্দেহে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল। তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ করে ঘরে ফেরানো হয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও ফের একবার মুঙ্গিয়াকামি এলাকার ৪১ মাইল গ্রামে এক গৃহবধুর ডাইনি অপবাদের শিকার হয়ে বিনা চিকিৎসায় গৃহবন্দি হয়ে আছে। উল্টোদিকের সেই গৃহবধূর বাবা নিজ মেয়েকে ঘরে রেখেই হাজার হাজার টাকা খরচ করে ওঝার মাধ্যমে মেয়েকে সুস্থ করার চেষ্টা করছেন।

জানা যায় ওই এলাকার এক বাসিন্দা তাঁর মেয়েকে গত আষাঢ় মাসের তিন তারিখ কাঞ্চনপুর এলাকায় বিয়ে দেন। বিয়ের দু''দিনের মাথায়ই মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সবার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। বন্ধ করে দেয় খাওয়া-দাওয়া। আজ প্রায় তিন মাস সেদিনের পর থেকেই বাবা নিজবাড়ী আঠারো মুড়া নিয়ে আসে। আজ সে চিকিৎসার বাহিরে। শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছে বিনা চিকিৎসায়। জুমিয়া পরিবারটির শেষ সম্বল জুমের ফসলও বিক্রি করে ওঝাকে দিতে দিতে শেষ। এর উপর তিনটি শুকর।

কিছু মোরগ ও হাস ডাইনি পূজা দিয়ে খরচ করে নিয়েছেন। অসহায় পিতা এখন মানুষের দ্বারে দ্বারে মেয়েকে সুস্থ করার জন্য। তবে কি ডাইনি প্রথার এই অকাল গ্রাস থেকে এখনো কুসংস্কার দূর করতে পারেনি প্রশাসন। এখন দেখার বিষয় সংবাদ সম্প্রচারের পর রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর কিংবা সমাজসেবী সংগঠন মেয়েটিকে বাঁচাতে কতদূর এগিয়ে আসেন। তবে একটা কথা না বললেই না হয়, বর্তমান মানব সভ্যতার যুগে এ ধরনের কুসংস্কার সত্যিই বিরল।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩২৬ ◘ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ইং ◘ ২৪ ভাদ্র ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ভক্তের বিশ্বাস

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবড়ে দিন কয়েক পূর্বে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন শপিং মল খুলিলে সরকারের আপত্তি নাই, মন্দির খুলিলে আপত্তি কেন? প্রশ্নটি খানিক অবাক করে, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্নকর্তা যে হেতু শীর্ষ আদালতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বিস্ময় পার হইয়া প্রশ্নটিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা, শাসনপদ্ধতির মূলগত আলোচনার অঙ্গ হিসাবে দেখাই কর্তব্য। ইহাও সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ্য, অতিমারির মধ্যাহ্নেই কিন্তু পুরীতে রথ টানা হইয়াছে, অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে। অতএব শপিং মল খুলিতেছে কিন্তু ধর্মাচরণ বন্ধ, আশ্রয়বাক্যটির কিছু পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন ছিল।এ ক্ষণে, প্রধান বিচারপতির প্রশ্নটিকে দুইটি সম্পর্কিত কিন্তু পৃথক প্রশ্নে ভাগ করিয়া লওয়া সম্ভব এক, অতিমারির মধ্যেও কেন শপিং মল আদি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান খোলা জরুরি; দুই, শপিং মল খুলিলেও কেন মন্দির না খোলাই ভাল। এপ্রিল হইতে জুন, এই তিন মাসে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন গত বৎসরের তুলনায় প্রায় সিকি ভাগ কমিয়াছে, এই একটি তথ্যই বলিয়া দেয়, অর্থব্যবস্থার গতি ফিরাইয়া আনা কতখানি প্রয়োজন। বাজার বা শপিং মলকে প্রমোদকেন্দ্র ভাবিলে ভুল হইবে সেই পরিসরটি প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মসংস্থানের কেন্দ্র। প্রত্যক্ষ কর্মী তো বটেই, তাহা ভিন্ন সেই পণ্য ও পরিষেবার জোগান শৃঙ্খলের সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের কর্মসংস্থান, এবং ক্রয়ক্ষমতা নির্ভর করে বাজার খোলা বা না খোলার উপর। গত তিন মাসে ভারতে অন্তত দুই কোটি মানুষ চাকুরি হারাইয়াছেন আরও বহু স্বনিযুক্ত মানুষের জীবিকা বিপর্যস্ত হইয়াছে। এই অবস্থায়, যে পথে হাঁটিলে কর্মসংস্থান হইতে পারে, মানুষের পাতে অন্নসংস্থান হয়, এবং অর্থনীতিতে চাহিদা বাড়ে, সেই পথে হাঁটা অবশ্যকর্তব্য। অন্য দিকে, অতিমারি নিয়ন্ত্রণে জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করাও জরুরি। যে ক্ষেত্রটি না খুলিলেও চলে, তাহা বন্ধ রাখাই বিধেয়। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে মানুষের ধর্মাচরণের অধিকারটি মৌলিক, কিন্তু নিজস্ব ধর্মাচরণের জন্য জনপরিসরে বাহির না হইলেও চলে। ধর্মাচরণ বা উপাসনা গৃহের অভ্যন্তরেই চলিতে পারে। যুক্তিটি এই উপাসনা চলুক, কিন্তু মন্দির বন্ধ রাখাই বিধেয়।

এ ক্ষণে কেহ ভক্তদের বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারেন। বিচারবিভাগের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়াও স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন, প্রশাসনের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিচার করিবার ক্ষেত্রে ভক্তের বিশ্বাস বিবেচ্য না হইলেই ভাল। কোন রাজ্য কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে কী ব্যবস্থা করিবে, কোন পরিসরটি খুলিবে এবং কোনটি বন্ধ রাখিবে, যত ক্ষণ না সেই সিদ্ধান্ত সাংবিধানিকতার গণ্ডি অতিক্রম করিতেছে, তত ক্ষণ অবধি তাহা স্থির করিবার অধিকার রাজ্য প্রশাসনের। এই ক্ষেত্রে রায় দেওয়া, বা কোনও পর্যবেক্ষণের কথা প্রকাশ করা এই অর্থে আদালতের অতিসক্রিয়তা। তাহার প্রয়োজন নাই। বিশেষত, যে সময়ে আদালত মহরমের মিছিল বাহির করিতে নিষেধ করিতেছে, তখনই অন্য ধর্মের উপাসনাস্থলে জনসমাগমে রাজ্য সরকারের আপত্তি লইয়া দেশের প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তুলিলে তাহা বিস্ময় জাগাইবে যে বিস্ময়ের পরিসরটি খুলিয়া না দেওয়াই সর্বোচ্চ আদালতের নিকট প্রত্যাশিত ছিল।

পুলিশি হেফাজতে আনন্দপুর কাণ্ডের অভিযুক্ত

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি স): অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পরল আনন্দপুর শ্লীলতাহানি কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে থাকবে সে। বুধবার অভিযুক্তকে তোলা হয়েছিল আদালতে।

ইতিমধ্যেই বহু জল গড়িয়েছে আনন্দপুর শ্লীলতাহানি কাণ্ডে। শ্রীলতাহানি আসলে সাজানো ঘটনা অভিযুক্ত নির্যাতিতার হবু স্বামী এমনটাই উঠে এসেছে তদন্ত অভিযুক্ত নির্যাতিতার প্রেমিক তথা হবু স্বামী এমনটাই উঠে এসেছে তদন্তে। হবু স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার জেরেই এত বড় কাণ্ড। ঘটনার সূত্রপাত শনিবার রাত ১২ টা নাগাদ ইএম বাইপাসে এক অভিজাত আবাসনের সামনে। সেখানকার বাসিন্দারা গাড়ি করে রাস্তায় বেরিয়ে ছিলেন। আর তখনই তারা দেখতে পান অন্য এক গাড়িতে এক মহিলা চিৎকার করছেন। তরুণীর আর্তনাদ শুনে এগিয়ে যান এক মহিলা। তখন ওই অভিযুক্ত ধাক্কা দিয়ে তরুণীকে গাড়ি ফেলে দেয়। গাড়িটিকে ধরতে গেলে যে মহিলা তরুণীকে বাঁচাতে এসেছিল তার পায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয় পলাতক অভিযুক্ত। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসারত ওই মহিলা। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে নির্যাতিতা অভিযুক্তর হবু স্ত্রী। তাঁদের দুজনেরই প্রবল ঝগড়া শুরু হয়েছিল ওই রাতে, বাইপাসের ধারে গাড়ির ভিতর। ঝগড়া গড়ায় মারামারিতে, এর পরে ওই তরুণী জোর করে গাড়ি থেকে নেমে যেতে গিয়ে পড়ে যান এবং তাঁর পোশাকও ছিঁড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে আহত প্রতিবাদ করেনি সে জায়গায় পৌঁছে যায়। অভিযুক্ত সেই সময় পালাতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে ধাক্কা লাগে প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে। নীলাঞ্জনাকে আহত অবস্থায় দেখে ওই তরুণী বুঝতে পারেন, বিপদ বাড়তে পারে আর সে পুলিশকে শ্লীলতাহানীর মিথ্যে গল্প বলে তার হবু স্বামীর পরিচয় গোপন করে। এরই মাঝে মঙ্গলবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন আদালতে তোলা হলে তাকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দে ওয়া হয়। জিপিআরএস ট্র্যাক করেই গতকাল তাঁকে ধরে পুলিশ। এদিন এসিজেএম আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ আদালতের।

ইউজিসি রাজ্যের চিঠির উত্তর না দিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে ঘোষণা হবে না পরীক্ষার দিন, জানালেন উপাচার্য

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর(হি. স.): পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে ইউজিসির অনুমতি না আসা পর্যন্ত পরীক্ষার সূচি ঘোষিত করা হবে না। বুধবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ প্রত্যেকটি কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠকে এমনটাই জানিয়ে দিলেন উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে অক্টোবর মাসে পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে কলেজ গুলিকে তৈরি থাকতেও বলেছেন তিনি।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা অক্টোবর মাসে নিতে হবে জানিয়ে কিছুদিন আগে উপাচার্যদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। যদিও এই বিষয়ে রাজ্যের তরফে নতুন করে কোনো অ্যাডভাইজারি দেওয়া হবে না বলেও উপাচার্যদের জানানো হয়েছিল। অক্টোবর মাসে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এর ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষা নেবে রাজ্য এই বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যেই গত সপ্তাহে চিঠি দিয়েছে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী ইউজিসি সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে রাজ্যকে পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করতে হলে। কারণ ইউজিসির গাইডলাইন অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসেই পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তাই ইউজিসি রাজ্যের তরফে পাঠানো চিঠির উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত আপাতত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে কোন পরীক্ষা নেওয়া হবে তার সূচি ঘোষণা করবে না বলে জানিয়ে দিল।এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে বৈঠকে উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ইউজিসি অক্টোবর মাসে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে রাজ্যের সঙ্গে সহমত পোষন করলে তবেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে কোন পরীক্ষা নেবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছাত্রীদের সেই বিষয় নির্ঘণ্ট ও প্রকাশ করবে। এছাড়াও এদিনের বৈঠকে, ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি কিভাবে নথিবদ্ধ করবে সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অধ্যক্ষরা। পাশাপাশি অনলাইনে কিভাবে খাতা জমা দেওয়া সম্ভব এবং অনলাইনে খাতা জমা দিলেও তা কিভাবে তাড়াতাড়ি দেখা সম্ভব তা নিয়েও এদিন আলোচনা হয়।

কোভিডের দাপটে দিশেহারা বিশ্ব

আবার প্রমান করল প্রকৃতি শেষ কথা

প্রদীপ চক্রবর্তী

প্রকৃতি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, না মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে-এ প্রশ্ন নিয়ে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে বিতর্ক। এবার করোনা ভাইরাস এসে পুরোপুরি প্রমাণ করল প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ খুবই সামান্য তার বিপরীতে প্রকৃতিই মানুষকে বেশি নিয়ন্ত্রণের শক্তি রাখে।

করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে পুরো বিশ্বকে থামিয়ে দিয়ে প্রকৃতি তার সেই শক্তিই জানান দিয়েছে। আর এমন পরিস্থিতিতে এসেছে পালিত হয়েও গেছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। কোভিড ১৯বলছে 'সময় এখন প্রকৃতির'।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির তথ্য বলছে বিশ্বে প্রতি চার মাসে একটি করে ভাইরাসের জন্ম হয়। যার ৭৫ শতাংশই আসে বিভিন্ন প্রাণীর শরীর থেকে।

গবেষকরা বলছেন, মানুষ তার নিজের স্বার্থে প্রাণীর বাস্তুসংস্থানে প্রবেশ করা এবং প্রাণীর সংস্পর্শে আসায় এসব ভাইরাস মানুষের শরীরে আসছে। করোনা ভাইরাস মানুষের প্রকৃতি সংক্রান্ত দায়িত্বহীনতার কারণেই ছড়িয়েছে। করোনার শিক্ষায় সচেতন না হলে প্রতি বছর এমন অনেক মহামারির শিকার হতে হবে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা।

তাই মানুষকে নিজের স্বার্থে বন উজার, বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল ধ্বংস, অতিমাত্রায় কৃষি সম্প্রসারণ বন্ধ ও জলবায়ু পরিবর্তন

প্রতিরোধে এখনি সচেতন হতে বলছেন তারা।

আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (আইইউসিএন) র কর্মকর্তা রকিবুল আমিন বলেছেন, প্রাণীরা তার নিজস্ব পরিবেশে বাঁচতে চায়। এরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের নানা উপকার করে থাকে। কিন্তু উন্নয়নের নামে অত্যাধিক হারেছ বন নিধনের কারণে বন্য জন্তুরা মানুষের কাছাকাছি চলে আসছে, অনেক ক্ষেত্রে মানুষও বন্যদের সংস্পর্শে যাচ্ছে যার মাধ্যমে ছড়াচ্ছে এসব ভাইরাস।

করোনা ভাইরাস মানুষের প্রকৃতি সংক্রান্ত দায়িত্ববোধের অভাবে ছড়িয়েছে বলে উল্লেখ করে, পরিবেশ ও প্রকৃতিকে ধরে রেখে টেকসই উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ দেন রফিকুল।

স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড় আহমদ কারুজ্জামান মজুমদার বলেন, যুগ যুগ ধরে মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে এসেছে। আজ আমরা এমন একটা অবস্থায় , যখন অনায়াসে স্বীকার করতে হচ্ছে প্রকৃতিই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। করোনা ভাইরাস পুরো বিশ্বকে থামিয়ে দিয়ে তা প্রমাণ করে দিল। সত্যিই সময় এখন প্রকৃতির, মানুষ এখন প্রকৃতির কাছে অসহায়।

তিনি বলেন, লকডাউনের দিনগুলোতে পরিবেশের যে উন্নতি হয়েছে তাতে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আমরা কতটা পরিবেশ নষ্ট করেছি। কতটা দূষণ করেছি। এখন লকডাউন নেই আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। তবে সেই ঘুরে দাঁড়ানোতে যদি লকডাউনের শিক্ষা প্রাধান্য না পায় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ আরও কঠিন হতে পারে।

জাতিসংঘ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি বলছে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে তবে উন্নয়নের সময় আমরা পরিবেশকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। এখন আর গদবাধা উন্নয়ন নয়, পরিবেশ ও প্রকৃতি ঠিক রেখে টেকসই উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় আমাদের আগামী হবে অনেকে ভয়ংকর। প্রকৃতি রক্ষা না করলে বছর বছর আসবে এমন অনেক করোনা ভাইরাস আরছ প্রাকৃতিক দুর্যোগতো আছেই।

১৯৭৪ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। এবারে করোনা মহামারিতে ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'জীববৈচিত্র্য'। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি এ বারের পরিবেশ দিবসের স্লোগান দিয়েছে 'ইটস টাইম ফর নেচার' অর্থাৎ 'সময় এখন প্রকৃতির'।

বাইডেন-কমলা জুটি ভারতের নতুন চ্যালেঞ্জ

প্রবীর মজুমদার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনের দিন ধ্যার্য হবার এক বিচিত্র নিয়ম আছে। লিপ ইয়ারের নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারে পরের দিন। মার্কিন ভোট নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়েই একটা কৌতুহল থাকে। কোন দল থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন--- ডেমোক্র্যাটিক না রিপাবলিকান? ২০২০ এর নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জো বাইডেন গত ১২ আগস্ট নিজের শহর ডেলাওয়েয়ারের এক স্কুলের মঞ্চ থেকে প্রচার অভিযান সেনেটার কমলা হ্যারিসকে তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেবার মুহূর্তটিকে ঐতিহাসিক হল উল্লেখ করেন। কেরানা ভাইরাসের কারণে বাইডেন এবং হ্যারিস উভয়েই মাস্ক পরে মঞ্চে আসেন। উভয়ের ভাষণেই ছিল করোনা মহামারী এবং অর্থনৈতিক নিম্নমুখীতার কথা। বাইডেন বলেন এই দুর্যোগের সময় যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন এবং এই কারণেই তিনি কমাল হ্যারিসের মত একজন সুযোগ্য, সেনেটরকে বেছে নিয়েছেন তাঁর 'রানিং মেট' হিসাবে। কোভিড-১৯ এর এই সংকটকালে নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্য দু'জনেই বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডে মাইকপেন্সকে দায়ী করেন।

এদিকে কমলা হ্যারিসের নাম ঘোষণার পর তাঁর নামে বিষেদগার শুরু করেছে ট্রাম্প। ভারতীয় বংশোদ্ভুত কৃষ্ণাঙ্গ নারী কমলা হ্যারিসের মার্কিন নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ট্রাম্প। ১৩ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমলা হ্যারিসের অংশগ্রহেণর যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ট্রাম্প। অবশ্য এর আগে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মার্কিন নাগবিকত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন ট্রাম্প।

ভারতীয় বংশোদ্ভুত কমাল হ্যারিস আমেরিকা ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে ১৯৬৪ সালের ২০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় মার্কিন সংবিদান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে হলে জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক হতে হবে।

তবে কমলা হ্যারিস যতই ভারতীয় বংশোদ্ভুত হন না কেন, তাঁর মনোনয়ন কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তায় ফেলেছে ভারতীয় কূটনৈতিক নীতি নির্ধারকদের। যদিও দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রকের একটা অংশের ধারণা, আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। এই ডেমোক্র্যাটি জুটি। সাম্প্রতিক জরিপ মতে নভেম্বরের নির্বাচনে হোয়াইট হাউসে পালা বদলের ইঙ্গিতবাহী। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের ভ্রু কুঞ্চনের কারণ হিসাবে সেটি বেশ অর্থবাহী। জুটি হিসাবে বাইজেন হ্যারিসের ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। নির্বাচনে তার প্রতিফন ঘটলে গত চার বছরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির মধ্যে যে বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল, তা কতটা ফলপ্রদ থাকবে সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেটাই প্রশ্ন। সেই ক্ষেত্র ভারতকে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে বাইজেন হ্যারিস জুটির সঙ্গে। অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কাশ্মীর নীতি এবং নাগরিকত্ব সংশোধন আইন নিয়ে এই জুটির মনোভাব যথেষ্ট কঠোর। দু'জনের এই দু'টি বিষয়ে যথেষ্ট সরব। কিছুদিন আগেই জো বাইডেনের কাশ্মীর নীতির সমালোচনা পাকিস্তানকে বেশ উৎসাহিত করেছিল। পাকিস্তানের সংবাদপত্রে খরবে প্রকাশ, মার্কিন পাকিস্তানি পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটির প্রধান ইজাজা আহমেদ এবং সে দেশের মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল আলোচনায় বসেছিলেন বাইডেন। সেই আলোচনায় বাইডেন বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছিলেন। যেমন কাশ্মীর উপত্যকার মানুষজনের স্বাধিকার ফিরিয়ে দেবার সব রকমের ব্যবস্থা করা, নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে বাধা সৃষ্টি করা, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা। ওই আলোচনার মুখ্য বিষয়ই ছিল কাশ্মীর নিয়ে ভারত সরকারের ভূমিকা তীব্র সমালোচনা। শুধু ৩৭০ ধারা বাতিল করাই নয়, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অত্যাচারিত ও বিতারিত মানুষজনের জন্য মোদি সরকারের নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের সমালোচনা করছেন ভাডিন। ওই বিষয়ে তাঁর মনোভাবের কথা নিতনি একাধিকবার প্রকাশও করেছেন। ওই বৈঠকে ইজাজ আহমেদ এবং অন্যান্য মুসলিম নেতারা আমেরিকার মুসলিমদের সমর্থন বাইডেনের পক্ষে নিশ্চিত করেছেন।

বাইডেনের মত কমলা হ্যারিসও মোদি সরকারের কাশ্মীর নীতির ঘোর সমালোচক। ২০১৯-এর ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের দ্বিখণ্ডিতকরণ ও সংবিদানের ৩৭০ ধারা বাতিল হবার পর তিনি বলেছিলেন, কাশ্মীরীদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে এই পৃথিবীতে তাঁরা একা নন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুখারেস্ট, ১৯৬০ মাওয়ের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী ক্রুশ্চেভ

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

ইউরোপের তুলনামূলকভাবে একটি ছোট কমিউনিস্ট দেশ রোমানিয়া। তার রাজধানী বুখারেস্ট। ১৯৬০ সালে সেখানে সেই দেশের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রস অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে সোভিয়েত ইউনিয়ন চিন, ভারত সহ বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা নিমন্ত্রিত। সেখানে একটি বিয়োগান্ত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। সোভিয়েত পার্টির প্রথম সচিব ক্রুশ্চেভ ছিলেন তার নায়ক। চিনের পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন মাও। সেই অনুষ্ঠানের রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে মাওকে তুলোধনা করে তাঁকে খলনায়ক বানিয়ে দিয়েছিলেন ক্রুশ্চেভ।

চিনের এবং সোভিয়েত পার্টির ঝগড়ায় ভারতের একটা ভূমিকা থাকত। একদলীয় সাশনের দেশ চিনের গলার কাঁটা হয়ে উঠেছিল বহুত্ববাদী দেশ ভারত। চিন যে কোনও ছুতোয় ভারত সম্পর্কে সোভিয়েত দেশ এবং সোভিয়েত পার্টির নমনীয়, শহনশীল এবং উদার নীতির সমালোচনা ও প্রতিবাদ করত। বলত ভারত সরকার জমিদার, পুঁজিবাদীদের সরকার। সেই সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং মদত দিয়ে সোভিয়েত পার্টি মার্কসবাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ভারতের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশ এবং সরকারের বাইরে থাকা কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মন বিষিয়ে দিতে চিনের পার্টি অনেক কাল ধরে কুৎসা, চক্রান্ত, নাশকতা এমনকি সীমান্ত সমস্যা নিয়ে যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে। প্রথম প্রথম লোক জানাজানি না করে মাওকে ক্রুশ্চেভ বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, ভারতের দুর্বল হতে দিলে আমেরিকার সুবিধা করে দেওয়া হবে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্ষতি হবে।

কিন্তু চোরা না শোনো ধর্মের কাহিনি। চিনের সেই অবস্থা। কারণ চিন তার নিজের স্বার্থে ভারতকে, ভারতের উন্নযন প্রচেষ্টাকে এবং ভারতের অগ্রগতিকে মেনে নিতে পারে না। কারণ দাদাগিরি করার নেশা চিনকে মাতাল করে দিয়েছে। শক্তিশালী এবং স্বাবলম্বী ভারত চিনের সেই পথের বাধা। অতএব যেবাবে পারো ভারতকে দুর্বল কর এবং নেহরুকে গালিগালাজ কর। তখন এই ছিল চিনের ছক।

চিনের এই হঠকারিতা ক্রুশ্চেভের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তাই বুখারেস্টে তিনি চিনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল। মাওয়ের নাম করে তিনি তোপ দেগেছিলেন। বলেছিলেন, মাও কার্যত আর একটি স্টালিন। নিজের স্বার্থ ছাড়া তাঁর আর কিছুই মনে থাকে না আধুনিক পৃথিবীর বাস্তবাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি তত্ত্বের জাল বোনেন। তিনি একটি উগ্র বামপন্থী, চরম মৌলবাদী এবং বামপন্থী সংশোধনবাদীতে পরিণত হয়েছেন।

ক্রুশ্চেভ আরও বললেন, যুদ্ধ নিয়ে চিন লম্বা চওড়া বুলি কপচাচ্ছে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের ফল যে কী ভয়ঙ্কর হবে, সেই বিষয়ে চিনের ধারণা নেই।

ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ বাধিয়ে রাখার ক্ষতিকর দিকগুলি নিয়ে চিনের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চেভ অনেক কথা বললেন। এই ঘটনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন চিনের পাশে দাঁড়ায়নি হলে চিন নালিশ করছে। ক্রুশ্চেভ বললেন, কেন দাঁড়াবে? চিনের এই কাজ সমাজতন্ত্রের ক্ষতি করছে। ভারতের সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। সেই কাজে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করতে চিনা কেবল ব্যর্থ হয়নি, তার বিরুদ্ধে কাজ করছে।

ক্রুশ্চেভ বললেন, জওহরলাল নেহরু বিরুদ্ধে মাওয়ের খুব রাগ কারণ তিনি পুঁজিবাদী ঠিকই। কিন্তু পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে লড়াইয়ের জন্য ভারতের সঙ্গে চিন এই সীমান্ত বিরোধী লাগায়নি। এটা হল চিনের নিছক জাতীয় স্বার্থের ব্যাপার। চিনের এই কাজ সমাজতন্ত্রে অবর্ণনীয় ক্ষতি করেছে। চিনের এই কাজে জওহরলাল ভারতের জাতীয় বীরে পরিণত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিক এটাই চেয়েছিল।

এই সব পড়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ভারত প্রসঙ্গে চিনের হঠকারী এবং ক্ষুদ্রস্বার্থ কাজকর্মের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চেভর চাবুক চালানোর সঙ্গে সিপিআইয়ের তেনালি ভ্রাতৃবৃন্দের সম্পক৩ কী? সম্পর্কটা খুবই নিকট। তার আগে মাও সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের আরও একটি জ্বালা ধরানো মন্তব্য শুনুন। সি পি আইয়ের সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ ১৯৬০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিকে জানিয়েছিলেন, ক্রুশ্চেভ বুখারেস্টে বলেছিলেন, লেনিন বেঁচে থাকলে আধুনিক মাতন্ধদের কান মলে দিতেন। আধুনিক মতান্ধ বলে ক্রুশ্চেভ যে চিনকে বিদ্ধ করেছিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন নেই।

সিপিআইয়ের পক্ষ থেকে কমরেড অজয় বুখারেস্ট অধিবেশনে যোগ দিয়েছেলিন কার্যনিবাহী কমিটিকে তিনি বোঝালেন হাল আমলে ভারতের প্রতি ছিল নীতি নিয়ে চলছে তার কলম ভারতের এবং সমাজাতন্ত্রিক শিবিরের ক্ষতি করছে। বারতের গণতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তি কমে গেছে সব ক্ষেত্রে চরম দক্ষিণপন্থীদের তখন জন ভারতীয় জনতা পার্টি শক্তি বেড়ে গেছে । তারা একটা গণভিত্তি পেয়ে গেছে। এই ক্ষতিপূরণ করতে বহু বছর লাগবে।

গত দুই দশকে ভারতে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে গেছে। তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, কমরেড অজয়ের ওই ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে।

সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহিক কমিটিতে তখন বিরোধী গোষ্ঠীর নেতারাও ছিলেন। বুখারেস্ট্রে অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে কমরেড অজয় তাদের সকলকে আসল অবস্থাটা বোঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সোভিয়েত পার্টিকে ক্রমাগত খুঁচিয়ে চিনের পার্টিই সমাজতান্ত্রিক শিবিরে বিভেদ সৃষ্টি করছে। সোভিয়েত পার্টির নেতারা দিনের পর দিন চিনের পার্টির নেতাদের দ্বারা অশিষ্টভাবে সমালোচিত হয়েছেন। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, অপমান সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। একমাত্র তখনই শোভিয়েত নেতারা জবাব দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে মুখ খুলেছেন। চিন ও সোভিয়েত পার্টির মতভেদ অন্যান্য পার্টির ব্যাপার নয়। এটা ওই দুই পার্টির ঘরোয়া বিবাদ। এমন ভান করলে সেটা হবে গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা সুবিধাবাদ।

এই বক্তব্যের দ্বারা কমরেড অজয় সম্ভবত তার কমরেডদের বোঝাতে চেয়েছিলেন, সিপিআইকেও এখন একটা পক্ষ বেছে নিতে হবে। তাই হয়েছিল। পার্টি নেতৃত্বের বড় অংশ বিচার বিবেচনা করে ঠিক করেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের শত্রু নয়। চিন কিন্তু পায়ে পা তুলে ভারতের শত্রুতা করছে। সুতরাং সিপিআই এই বিরোধে সোভিয়েত পার্টির সঙ্গে থাকবে। অপর গোষ্ঠী তাদের তেনালি সম্মেলনে মাওয়ের ছবি রেখে বুঝিয়ে দিয়েছিল তারা সোভিয়েত পার্টির বিরুদ্ধে চিনের পার্টিকেই বেছে নিয়েছিলেন। হরেকৃষ্ণবাবু তাঁর বক্তব্যেও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ভারতের সঙ্গে চিনের দুর্ব্যবহারের নিন্দা, সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করে সোভিয়েত পার্টি যেসব কথা বলছে, সে সবও তেনালিগোষ্ঠী মেনে নেয়নি। এসব বোঝাতেই তারা তেনালির সভাস্থলে গোঁয়ার্তুমি করে মাওয়ের ছবি প্রদর্শন করেছিলেন। হয়তো আশা করেছিলেন, এই বাহাদুরির জন্য দেশের লোক তাদের ধন্য ধন্য করবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় উদবাস্তু কমিটির সদস্যরা সদর মহকুমা শাসক অফিসে এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

মহাদেবপুর জিপিতে দুর্নীতি! কালভার্ট-আরসিসি ড্রেনের অর্ধসমাপ্ত কাজে ক্ষুব্ধ জনতা

কাটিগড়া (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের কালাইন উন্নয়ন খণ্ডের মহাদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) এলাকায় ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফুঁসছেন জনগণ। তাঁদের অভিযোগ, বাঁশটিলার নির্মীয়মাণ একটি কালভার্ট এবং তালকরগ্রান্টের আরসিসি ড্রেনের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার হচ্ছে। কাজ দুটি বর্তমানে অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ।

এছাড়া তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় জিপি অফিস থেকে রাজ্যেশ্বরপুর জয়শ্রী এমই স্কুল পর্যন্ত রাজ্যেশ্বপুর পার্ট টু গ্রামের সুবিধার্থে ফোরটিনথফিনান্সের অধীনে স্ট্রিট লাইট বসানোর প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছিল। গ্রামের জনগণের ভাষ্য, প্রথমে সাতটি স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা করা হয়। বিষয়টি নিয়ে প্ল্যান এস্টিমেট অনুযায়ী সোলার লাইটের ব্যাটারি ও লাইটের অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীর অল-ইন-ওয়ান সেট ব্যবহার বনাম টু-ইন-ওয়ান সেট ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে প্রথমদিকে স্থানীয়দের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। গত জুন মাসে প্রথম দফার বরাদ্দকৃত সাতটি স্ট্রিট লাইটের মধ্যে চারটি মেইন রাস্তায় লাগানো হয়েছে এবং বাকি তিনটির মধ্যে একটি চৌধুরী সাব-লেনের বাসিন্দা প্রদীপ্ত পুরকায়স্থের বাড়ির সামনের রাস্তায় লাগানো হয়। অপর দুটি লাগানো হয় জিপি সভাপতি রাজীব চন্দের বাড়ির সামনে লেনের রাস্তার উভয়দিকে।

ততক্ষণ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর চৌধুরী সাব-লেনের সোলার লাইটি আচমকা তুলে এনে রহস্যজনকভাবে রাজপুর সেতুর পাশের একটি দোকানের লাগোয়া স্থানে বসানো হলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে অনেক জলও ঘোলা হয়েছে। জিপি এলাকা থেকে বিডিও অফিস এবং অন্যান্য স্থানে অভিযোগ জানানো নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এলাকায়।

অবশেষে কিছুদিন আগে কালাইনের বিডিও নন্দকুমার গোয়ালার হস্তক্ষেপে অতিরিক্তভাবে আরও পাঁচটি সোলার লাইট বরাদ্দ হলে জনগণের পছন্দসই স্থানে বসানোর পর ক্ষোভের সাময়িক উপশম ঘটে। তবে, দুই দফায় মোট ১২টি সোলার লাইটের মোট বাজেট নিয়ে জনগণ সন্দিহান। এ ব্যাপারে বিডিও নন্দকুমার গোয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, চার লক্ষ টাকার আশপাশ হতে পারে। তবে প্ল্যান এস্টিমেট ও বাজেট বিল বিষয়ক স্পষ্ট ধারণা তাঁর নেই। এ বিষয়ে যথার্থ তথ্য পাওয়া যাবে জিপি সভাপতির কাছে। অন্যদিকে জিপি সভাপতি রাজীব চন্দকে ফোন করলে তিনি সঠিক উত্তর দিতে গররাজি হয়ে জিপি সচিব নন্দলাল দাসের কোর্টে বল ঠেলে দেন। এদিকে জিপি সচিব নন্দলাল দাসের মোবাইলে ডায়াল করলে তিনি রিসিভ করেননি। ফলে সঠিক বাজেট সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়নি।

অন্যদিকে, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা মসৃণ করার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের চতুর্দশ ফিনান্সের দু লক্ষ টাকার স্কিম ধার্য করে বাঁশটিলায় কালভার্ট নির্মাণ ও তালকরগ্রান্টের অখিল দাসের বাড়ি থেকে বলরাম দাসের বাড়ি হয়ে কালিবাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেনের কাজ শুরু করা হলেও বর্তমানে অসম্পূর্ণ অবস্থায় কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। শুরুতেই নিম্নমানের কাজের জন্য ড্রেনের বিভিন্ন অংশ ভেঙে পড়েছে। বর্তমানে কাজ বন্ধ থাকার জন্য বিভিন্ন সামগ্রী হাতিয়ে নিতে পিছপা হচ্ছে না নিশিকুটুম্বরা। সীমান্তবর্তী মহাদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের সঠিক তথ্য গ্রাম সভার মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরার দাবি জানিয়েছেন এলাকার জনগণ।

এদিকে কালাইনের বিডিও নন্দকুমার গোয়ালা মহাদেবপুর জিপি-র যাবতীয় অভিযোগ সরজমিনে খতিয়ে দেখে বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন। ইদানীংকালে মহাদেবপুর জিপি-র বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক গরমিল হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে জনতার মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছে। যে কোনও সময় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটার সম্ভাবনা প্রবলতর হচ্ছে।

করিমগঞ্জের ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বিনয়রঞ্জন দাসের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ বিভিন্ন ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়দের

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার আজীবন সদস্য তথা জেলার সুপরিচিত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বিনয়রঞ্জন দাসের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়। বুধবার বিকেলে করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে অনুশীলনের ফাঁকে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বিনয় রঞ্জন দাসের আত্মার সদগতি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন তাঁরা।

নীরবতা পালনের পর ফুটবলার তথা রেফারি মৃণালকান্তি দাস শোক ব্যক্ত করে বলেন, জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিনয় রঞ্জন দাসের অবদান অপরিসীম। তাঁর মৃত্যুতে জেলা ক্রীড়া সংস্থা একজন অভিভাবককে হারিয়েছে। সেই সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলার ক্রীড়া জগতের একটি যুগের অবসান ঘটল। এই অপূরণীয় ক্ষতি কোনও দিন পূরণ হওয়ার নয়। জেলা ক্রীড়া সংস্থায় ফুটবল এবং ক্রিকেট বিভাগের বিভিন্ন পদ অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে সামলেছেন বিনয় রঞ্জন দাস। এমন একজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থা খুব মর্মাহত বলে মন্তব্য করেন মৃণাল কান্তি দাস।

প্রয়াত ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের আত্মার সদগতি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালনে উপস্থিত ছিলেন ফুটবলার পৃথ্বীরাজ দে, কিশোর দাস, উদয় শঙ্কর মজুমদার, সুবীর দত্ত, জিশু দাস, সঞ্জয় শুক্লা, জয় দাস, সুরজিৎ মালাকার, সুমন দাস, তুহিন বণিক, হানিফ আহমদ, আবদুল্লাহ, দেবাশিস চুতিয়া, রাজদীপ দাস ও শুভ্র দাস।

উল্লেখ্য মঙ্গলবার দুপুরে শহরের মিশন রোডে অবস্থিত নিজের বাসভবনে বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার আজীবন সদস্য তথা জেলার অন্যতম ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বিনয় রঞ্জন দাসের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৭। বিনয় দাস রেখে গিয়েছেন দুই পুত্র ও দুই কন্যা, আত্মীয়-স্বজন সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ। জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রয়াত বিনয় বাবুর অবদান অপরিসীম। তিনি শুধু জেলা ক্রীড়া সংস্থার আজীবন সদস্যই ছিলেন না, সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির প্রাক্তন এই সদস্য ১৯৯৬-৯৭ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সচিব, ১৯৭২-৭৪ সালে ক্রিকেট সচিব, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ফুটবল সচিব এবং ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সংস্থার সহ-সভাপতির দায়িত্বও সুনামের সঙ্গে পালন করেছেন। তাছাড়া ষাটের দশকে ক্রিকেটে আম্পায়ারিঙের ভূমিকায়ও মাঠে দেখা গিয়েছে প্রয়াত বিনয় রঞ্জন দাসকে।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় বায়ুসেনায় সংযুক্ত হবে রাফাল

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ফ্রান্স থেকে আসা অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান রাফাল বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বায়ুসেনা যুক্ত হতে চলেছে। সেই উপলক্ষে আম্বালা এয়ারবেস স্টেশনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।ঐতিহ্য অনুসারে বায়ুসেনা সংযুক্তিকরণ এর আগে সর্ব ধর্মের পূজা আয়োজন করা হবে। আকাশপথে রাফাল এবং তেজস মিলিয়ে সুন্দর শৈলীতে চক্কর কাটবে। এই উপলক্ষে আম্বালা এয়ার বেসে উপস্থিত থাকবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।বায়ুসেনার পদস্থ আধিকারিক এবং তিন বাহিনীর প্রধান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ফ্রান্সের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ভারতের তরফে। উপস্থিত থাকবেন চিপ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত।ভারতীয় বায়ুসেনার রাফালের সংযুক্তির ফলে সামরিক ক্ষেত্রে ভারতের শক্তি বৃদ্ধি পাবে তা বলাই বাহুল্য। ৪.৫ প্রজন্মের জেড প্রযুক্তি বিশিষ্ট এই যুদ্ধবিমান যেকোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সক্ষম। এতে করে পাকিস্তান এবং চিনকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ডিমা হাসাওয়ে নয় বছরের শিশু দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার, ফেরার ডিহাকুর স্টেশন ম্যানেজার সহ তিন অভিযুক্ত

হাফলং (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় ৯ বছরের এক শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। জঘন্য এই ঘটনা সংগঠিত হয়েছে ডিমা হাসাও জেলার ডিহাকু স্টেশন সংলগ্ন ডাউট্রেক তৃতীয় খণ্ড গ্রামে। এই দলবদ্ধ ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত ছিল তিনজন। তারা ডিহাকুর স্টেশন ম্যানেজার, রেল পুলিশের এক জওয়ান, রেলের এক খালাসি। বর্তমানে তিন জনই ফেরার বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, ডিহাকু রেল স্টেশনে গাড়ি যাওয়ার জন্য কোনও রাস্তা নেই। স্টেশনে যেতে হলে মুপা থেকে রেললাইন ধরে যেতে হয়। ডিহাকু স্টেশনে সময় লাগে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা। আর ডাউট্রেক তৃতীয় খণ্ড গ্রাম হচ্ছে এক প্রত্যন্ত গ্রাম। মঙ্গলবার এই ধর্ষণের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ৯ বছরের এই নাবালিকাকে জোর করে তুলে নিয়ে ডিহাকুর স্টেশন ম্যানেজার, রেল পুলিশের এক জওয়ান এবং রেল বিভাগের এক কর্মী তাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেছে।

খবরটি চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাইবাং থেকে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের বেশ কয়েকজন যুবক ও পুলিশ বাহিনী ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করতে রাতেই ডিহাকু গিয়ে উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে দলবদ্ধ ভাবে এই ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে লাংটিং থানায় এক এজাহার দাখিল করা হয়েছে। তবে তিন ধর্ষক এখনও পলাতক। তাদের পাকড়াও করতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।এদিকে ডিহাকু থেকে ৯ বছরের নাবালিকাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য বুধবার রাত ৮ টা নাগাদ হাফলং সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।

তুফানগঞ্জে মা ও মেয়ের পচাগলা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

তুফানগঞ্জ, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের ধলপল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নদীভাংতি এলাকার মা ও মেয়ের পচাগলা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। বুধবার তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ মা কণিকা বিশ্বাস দাস (৩৮) ও বছর ১০-এর মেয়ে পৌলমী দাসের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় মৃতের তিন ভাশুরকে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার জেলার বারোবিসার ভালুকা এলাকার চন্দ্রধর বিশ্বাসের মেয়ে কণিকা বিশ্বাসের বিয়ে হয় তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের ধলপল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নদীভাংতি এলাকায় সূর্যমোহন দাসের সঙ্গে। প্রায় ১২ বছর আগে বিয়ে হলেও ৮-৯ বছর থেকে স্বামী নিখোঁজ। স্বামীর আরেক ভাইও ১২-১৩ বছর থেকে নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। মেয়েকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন কণিকা। গত ১ সেপ্টেম্বর তাঁর মায়ের সঙ্গে মোবাইলে শেষ কথা হয় কণিকার। তারপর মঙ্গলবার রাতে ফোন পেয়ে বুধবার সকালে এসে মেয়ে ও নাতনির পচাগলা দেহ দেখতে পান কণিকাদেবীর মা। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'শনিবার থেকে ওই ঘর থেকে পচা গন্ধ বের হচ্ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে ঘরের তালা বন্ধ করা ছিল। পচা গন্ধ পেয়ে মঙ্গলবার মৃতার বাপের বাড়িতে খবর দেন এলাকাবাসী। তাঁরা ভেবেছিলেন, হয়তো মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছেন কণিকা। কিন্তু বাপের বাড়ি থেকে যখন জানা গেল মেয়ে তাদের বাড়িতে আসেনি। তখনই সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। বুধবার সকালে তুফানগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘরের তালা ভেঙে মা ও মেয়ের পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএম হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

বিমান ভাড়া রিফান্ড এর মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): লকডাউন জারি হওয়ার পরে বিমান যাত্রীদের আগাম কেনা টিকিটের দাম ফিরিয়ে দেওয়ার শুনানি পিছিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট।এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২৩ সেপ্টেম্বর।কেন্দ্রীয় সরকার আগেই জানিয়ে দিয়েছিল লকডাউনের জেরে যেসব বিমান বাতিল হয়ে গিয়েছে সেই বিমানের কেনা টিকিটের দাম যাত্রীদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। যাত্রীদের সংগঠন এবং বিমানসংস্থাগুলিকে এর জবাব দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্ট সময় দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার আদালতকে জানিয়েছে যে সকল টিকিট বুকিং ভারত থেকে করা হয়েছিল তার রিফান্ড করে দেওয়া হবে। বিদেশি এয়ারলাইন্স এর জন্য টিকিট বুক করা হলে ভারতের সেখানে কোনো এক্তিয়ার নেই হস্তক্ষেপ করার। অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা ২৫ মার্চ থেকে ৩ রা মে যেসব বিমানের বুকিং করানো হয়েছিল তার রিফান্ড করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় অসামরিকবিমান পরিবহন মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। আসলে বিমান সংস্থাগুলি ২৫ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বুক করা টিকিটের দাম রিফান্ড করে দিয়েছিল। কিন্তু তার আগে বিমানের যেসব বুকিং হয়েছিল সেই টাকা যাত্রীদের ফেরত দেয়নি। তা নিয়ে বেঁধেছে জট।

ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন ওসাকা

নিউইয়র্ক, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শেলবি রজার্সকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন বিশ্বের ৯ নম্বর নাওমি ওসাকা।

মাত্র এক ঘন্টা ২০ মিনিটেই কোয়ার্টারে শেলবি হার্ডলস টপকে গেলেন ওসাকা। দু'বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ীর পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-৪। বৃহস্পতিবার শেষ চারের লড়াইয়ে ওসাকার প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক মার্কিনী জেনিফার ব্র্যাডি। কোয়ার্টার ফাইনালে পরিষ্কার ফেভারিট হয়ে নামা সত্ত্বেও অতীত পরিসংখ্যানের কথা মাথায় রেখে ম্যাচের আগে তাঁর শঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন ওসাকা। তাই মঙ্গলবার রজার্সের বিরুদ্ধে জয়কে 'বদলা' হিসেবেই দেখছেন তিনি। ম্যাচ জয়ের পর ওসাকা জানিয়েছেন, 'এর আগে আমি ওকে কখনও হারাতে পারিনি। কোর্টে নামার আগে অতীতের পরিসংখ্যানগুলোই আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবেই আমি জয়টাকে বদলা বলতেই পারি।' একইসঙ্গে ওসাকা বলেন, 'কোর্টে আজ আমার ইতিবাচক মনোভাব আমায় খুব আনন্দ দিয়েছে।

দুই নাবালিকার উপর আক্রমণের প্রতিবাদ সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে আদিবাসী দুই নাবালিকা বোনের উপর যে নৃশংস আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে তা নজিরবিহীন।সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি এক বিবৃতিতে একথা জানাল।

বিবৃতিতে সংগঠনের সভানেত্রী অঞ্জু কর এবং সম্পাদিকা কনীনিকা ঘোষ জানান, মঙ্গলবার এই নৃশংস ঘটনায় বড় বোনকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে, ছোট বোনকে অত্যাচার করা হয়েছে। বড় বোন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে, আর ছোট বোন বিষ খেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।

এদিন এক বিবৃতিতে সংগঠনের তরফে অভিযোগ করা হয় যে, রাজ্য যেন দুষ্কৃতিদের নিজস্ব ঠিকানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর রাতে আনন্দপুরে এক মহিলাকে বাঁচাতে গেছিলেন যে মহিলা তাঁর পায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল দুষ্কৃতী।

ছয়ের পাতায়

নামরূপ সার কারখানার উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ কেন্দ্রের, কৃতজ্ঞ আসম বিজেপি

গুয়াহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অতিমারি কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতির মধ্যেও, দেশের এই সংকট কালে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা অসমের নামরূপ সার কারখানার সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপকে উষ্ণ স্বাগত জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে অসম প্রদেশ বিজেপি। বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত মোটা অঙ্কের এই টাকায় সার কারখানাটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। এতে আগের তুলনায় আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠবে সার কারখানাটি। বিবৃতিতে তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার এর আগেও নুমলিগড় তেল শোধনাগার (এনআরএল)-এর জন্য ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। এবার সার কারখানার জন্য আরও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করায় প্রমাণিত হয়েছে, অসমকে সবসময়ই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছেন।

গত প্রায় ২ মাস ধরে গহপুর-নুমলিগড় সংযোগী ব্রহ্মপুত্র নদে নির্মীয়মাণ সুরঙ্গ পথ সংবাদ মাধ্যমে চর্চিত হয়ে আসছে। এই পথ নির্মাণে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেছেন মুখপাত্র হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া। তিনি বলেন, বিজেপি সর্বদাই দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, দেশের ভবিষ্যত উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। ব্রহ্মপুত্রের নীচে সুরঙ্গ পথের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিবৃতিতে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে ভারত-চিন যুদ্ধ হলে এই সুরঙ্গ পথকে ভারতীয় সেনা জওয়ানরা কাজে লাগাতে পারবেন। দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই বিজেপি সরকার এই কাজে হাত দিয়েছে।

এছাড়া, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল মাজুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে ১২৭.৭০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ৩২৯টি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন বিজেপির মুখপাত্র হেমাঙ্গ।। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ মাজুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করবে। সনোয়াল সরকারের এই পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়। সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তে খুব শীঘ্রই মাজুলি অসমের এক অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে, বিবৃতিতে বলেছেন হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া।

কেন্দ্রের 'কর্মচারী বিরোধী নীতি'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন ডাক ও আরএমএস কর্মীদের

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের চাকরি থেকে অবসরের বয়স ৫০ থেকে ৫৫ বছর, অথবা চাকরির বয়োসীমা হবে ৩০ বছর। এ সম্পর্কিত এক নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন এনএফপিই-র অন্তর্ভুক্ত ডাক ও আরএমএস কর্মচারীরা। সমগ্র দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বরাক উপত্যকার তিন জেলায়ও কোভিড প্রটোকল মেনে শান্তিপূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের 'কর্মচারী বিরোধী নীতি'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন এনএফপিই-র অন্তর্ভুক্ত আরএমএস কর্মচারীরা।

তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বলেন, এই ষড়যন্ত্র অনেকদিন ধরেই চলছে। ২০১৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে বয়সের ভিত্তিতে জোর করে অবসরে পাঠানোর তালিকাও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে সময় কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের যৌথ মঞ্চ রুখে দাঁড়ানোয় সে যাত্রায় ওই প্রয়াস সফল হয়নি। ২০১৯ সালে এনডিএ সরকারের দ্বিতীয় কার্যকালেও নুতন উদ্যোমে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য লকডাউনের সময়কেই বেছে নিয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেন তাঁরা।

আন্দোলনকারীরা বলেন, করোনা অতিমারির সময় রেল, ব্যাঙ্ক, বিমার পাশাপাশি ব্যাপক রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ, শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরি ও মহার্ঘভাতা বন্ধ, জোর করে বেশি কাজ করানোর প্রবণতা, শ্রম আইন সংশোধন সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে তৎপরতা দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জোর করে অবসরে নেওয়া তার ব্যতিক্রম নয়, বরঞ্চ একই নীতির ফসল। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কেন্দ্রীয় কর্মচারী সমন্বয় সমিতি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ বলেও তাঁরা জানান।

এনএফপিই-র অন্তর্ভুক্ত বরাক উপত্যকার তিন জেলার ডাক ও আরএমএস কর্মচারীরা আজ বুধবার শিলচরের প্রধান ডাকঘর, করিমগঞ্জের প্রধান ডাকঘর এবং শিলচরে আরএমএস অফিসের সামনে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে কোভিড প্রটোকল মেনে শান্তিপূর্ণ ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর করিমগঞ্জের ইউনিয়ন বিভিন্ন দাবি সংবলিত এক স্মারকলিপি পোস্টমাস্টারের মাধ্যমে বিভাগীয় সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে প্রেরণ করেন। তাঁদের উল্লেখযোগ্য দাবিগুলির মধ্যে রোজ মেইল গাড়ি চালাতে হবে, ডাক বিভাগকে কোভিড প্রটোকল মেনে চালাতে হবে, মাসে একবার পোস্ট অফিসগুলো স্যানিটাইজ করতে হবে, শূন্য পদ পূরণ করতে হবে, বিভাগীয় প্রমোশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জিডিএসদের প্রমোশন কার্যকর করতে হবে ইত্যাদি। করিমগঞ্জ পোস্ট অফিসের সামনে আজকের বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেতৃত্ব দেন দিবাকর রায়, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, তরুণ দে, সুজিত চক্রবর্তী, নিয়াম উদ্দিন লস্কর, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র 'অর্ধেক আকাশ' কতটা আলোকিত

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিজেপি-র রাজ্য কমিটিতে আমন্ত্রিত ও স্থায়ী সদস্য হিসাবে ১৩১ জনের নাম সবে ঘোষণা করা হল। এঁদের ২১ জন আমন্ত্রিত, ১১০ জন স্থায়ী। মহিলা মাত্র চার জন। অর্থাৎ, ৩ শতাংশের সামান্য বেশি। এর পরেই প্রশ্ন উঠছে, বিজেপি-তে মহিলা প্রতিনিধিদের এই হাল কি আদৌ আশাব্যঞ্জক? রাজ্যে সাধারণ নির্বাচনের আর কয়েক মাস বাকি। তার আগে প্রশ্ন উঠেছে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র নারী প্রতিনিধিত্ব অর্থ ৎ 'অর্ধেক আকাশ' কেন এত অন্ধকারাচ্ছন্ন? মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ না হতেই তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত বছর গর্ব করে বলেছিলেন, ষোড়শ লোকসভায় আমাদের ৩৫ শতাংশ মহিলা। আর, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র ৪২ প্রার্থীর মধ্যে মহিলা ছিলেন রায়গঞ্জে দেবশ্রী চৌধুরী, হুগলিতে লকেট চট্টোপাধ্যায়, মালদা দক্ষিণে শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরি, জঙ্গিপুরে মাফুজা খাতুন, ঘাটালে ভারতী ঘোষ, অর্থাৎ মাত্র ৫ জন।

অন্য হিসাবে ১১.৯। জয়ী ১৮ বিজেপি-র তালিকায় ছিলেন ওপরে উল্লেখিত প্রথম দু'জন। অর্থাৎ জয়ী মহিলার শতাংশ মাত্র ১১.১১। এই দু'দিক থেকেই এ রাজ্যে লোকসভা ভোটে তৃণমূল মহিলা প্রার্থীর শতাংশ ছিল এর প্রায় তিন গুন।

বিজেপি-র মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল অবশ্য বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে মোটেই রাজি নন। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, "নারীর ক্ষমতায়ন বলতে যাঁরা শুধু দলের আমন্ত্রিত সদস্য সদস্যাদের বুঝছেন তারা জেনে রাখুন সারা বাংলার প্রত্যেকটি ব্লকে, মোট ৭৭ হাজার বুথে অসংখ্য মহিলা শুধু নীতি আদর্শের জন্য আজ বিজেপি কার্যকর্তা হিসেবে কাজ করছেন। যাঁরা মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উক্তি দেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে বাংলায় একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আজও বিরোধী রাজনীতি করা মহিলাদের মাথায় গুলি খেতে হয় নিজের বাড়িতে, অথবা বাঁশ পেটা খেতে হয় তৃণমূল ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর হাতে। তা সত্ত্বেও সারা বাংলা জুড়ে ইদানিং কালে বিভিন্ন ইস্যুতে মহিলাদের প্রতিবাদ যেভাবে অব্যাহত আছে তা স্বৈরাচারী মমতা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য যে যথেষ্ট তা অনেকেই বুঝে গেছেন। কারন মহিলাদের এরকম প্রতিবাদ এর আগে আর কখনও বাংলার বুকে হয়নি।

নারীর ক্ষমতায়ন (এমপাওয়ারমেন্ট) নিয়ে বহু বছর ধরে অনেক আলোচনা চলছে। রাজনীতি মহলের একাংশ মনে করেন, সেখানে এদিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে থেকে বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে। গত বছর নারীদিবসে তৃণমূলনেত্রী টুইট করে জানিয়েছিলেন পুরসভা-পঞ্চায়েতের মোট আসনের তাঁরা ৫০ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করেছেন। তিনি বলেন, "মহিলারা সমাজের মেরুদন্ড। যে 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ড চালু করেছি, প্রতিটি পরিবারে সেটি দেওয়া হবে গৃহকর্তীর নামে।

গত ১ জুন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র নয়া রাজ্য কমিটি ঘোষিত হয় দিলীপ ঘোষের সভাপতিত্বে। সহ সভাপতি ১২ জনের মধ্যে ২ জন মহিলা ভারতী ঘোষ ও মাহফুজা খাতুন। ৮ জন সাধারণ সম্পাদকে কেবল একজন মহিলা লকেট চট্টোপাধ্যায়। একমাত্র আশাব্যঞ্জক ছবি সম্পাদক পদে ৮ জনের ৪ জন মহিলা। কোষাধ্যক্ষের ২টি পদেই পুরুষ। মহিলা মোর্চা ছাড়া দলের ছ'টি রাজ্য কমিটির কোনওটির নেতৃত্বে মহিলা নেই। কমিটিগুলোয় মহিলা প্রতিনিধিত্বও যৎসামান্য। গতকাল বিজেপি-র যে ২১ জন বিশেষ আমন্ত্রিতের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, সেই তালিকায় একমাত্র মহিলা রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। ১১০ স্থায়ী আমন্ত্রিতের মধ্যে মহিলা ৩ জন অগ্নিমিত্রা পাল, মালতী রাভা, অন্তরা ভট্টাচার্য।

এ ব্যাপারে অগ্নিমিত্রার দাবি, নারীর ক্ষমতায়ন মানে যে আমন্ত্রিত সদস্যপদ নয়, সেটা বুঝতে গেলে আমাদের সাংগঠনিক কাঠামো বুঝতে হবে। যেখানে প্রান্তীয় স্তরে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে মহিলারা কোনওখানে পিছিয়ে নেই। বরং, কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে যা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি। ভারতীয় জনতা পার্টিতে মহিলা মোর্চাকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় পশ্চিমবাংলার অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে তার সিকিভাগ গুরুত্ব দেওয়া হয় কিনা তা আমার জানা নেই। তাঁদের অস্তিত্ব আছে কিনা সাধারণ মানুষের তা জানা নেই। কিন্তু আমি গর্ব করে বলতে পারি মানুষের স্বার্থে বিজেপি মহিলা মোর্চার লড়াই আজ বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠিত। যদি দলে মহিলাদের গুরুত্ব না থাকতো তাহলে আজ এই গৌরব মহিলা মোর্চা অর্জন করতে পারতো কি?"

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সময় মতো খাবার খাওয়ার উপকারিতা

সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি খাবার খাওয়ার সময়সীমাও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সময় মতো খাবার খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।দেহ চক্র নিয়ন্ত্রণ করে: সঠিক পুষ্টি, উন্নত ঘুম চক্রে সুশৃংখল খাবার সময় ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং এগুলো মেনে চলা উচিত। এই অভ্যাসগুলোর মাধ্যমেই দেহ চক্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।তাই, দেহ চক্র সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক সময়ে খাবার খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।বিপাক বৃদ্ধি: খাবারের সময় সীমার ওপর শরীরের বিপাক হার নির্ভর করে।সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিপাক হার সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই এই সময়ে পর্যাপ্ত খাবার খাওয়া না হলে শরীর বিপাকের হার বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপাকের হারও হ্রাস পেতে থাকে। তাই রাত আটটার মধ্যে রাতের খাবার সম্পন্ন করা উচিত, এতে খাবার হজম হয় ঠিক মতো।বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশনে সহায়তা করে: খাবারের মাধ্যমে শরীর অনেক কিছু গ্রহণ করে।। শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশন করতে যকৃত সহায়তা করে। আর যকৃতের কার্যকারিতার ওপর খাবার গ্রহণের সময় সীমা প্রভাব রাখে। রাত ১০টা বা তার পরে খাবার খাওয়া হলে তা ঘুমের সময়ের কাছাকাছি হয়ে যায়। ফলে শরীরে চাপ সৃষ্টি হয় এবং যকৃত ঠিক মতো নিষ্কাশনের কাজ করতে পারে না। তাই এই প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে রাতে সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া জরুরি।তিন বেলার খাবারের মধ্যে আদর্শ বিরতি: খাবার ঠিক মতো হজম করতে শরীরের তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লাগে। তাই প্রতিবেলার খাবারের মাঝে চার ঘন্টার বেশি বিরতি রাখা উচিত নয়। এই বিরতি দীর্ঘ হলে অ্যাসিড সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। দুই বেলার খাবারের মাঝে নাস্তা হিসেবে হাল্কা কিছু বা ফল খাওয়া ভালো। তিন বেলার খাবারের মাঝে দুবার হাল্কা নাস্তা করা উচিত।খাবার গ্রহণের সঠিক সময়সীমাসকালের নাস্তা: বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার দুই ঘন্টার মধ্যে নাস্তা সম্পন্ন করা উচিত। অন্যথায়, বিপাক হার হ্রাস পায়। ঘুম থেকে ওঠার পর যত তাড়াতাড়ি নাস্তা করা হয় তা শরীরের জন্য তত বেশি উপকারি।দুপুরের খাবার: হজম ক্রিয়া সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে ভেলা ১২টা থেকে দুইটার মধ্যে। তাই, এই সময়ে দুপুরের খাবার খাওয়া হলে তা ভালোভাবে হজম হয় এবং পুষ্টি শরীরে শোষিত হয়। ফলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। রাতের খাবার: দুপুরের খাবারের সঙ্গে চার ঘন্টা বিরতি রেখে রাত আটটার রাতের খাবার মধ্যে সম্পন্ন করা উচিত। এছাড়াও, রাতের খাবার ও ঘুমের সময়ের মধ্যে কমপক্ষে দুই ঘন্টার বিরতি থাকা আবশ্যক।এতে হজম ও ঘুম ভালো হয়।

পেট ফোলাভাব কমাতে এড়িয়ে চলবেন যেসব খাবার

পেট ফাঁপা খুবই বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক। এর পেছনে রয়েছে অনিয়িমিত খাদ্যাভ্যাস ও ভুল জীবনযাত্রা।এছাড়াও, বেশ কিছু খাবার পেট ফোলাভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে পেট ফোলাভাব এড়াতে যে সকল খাবার বাদ দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে জানানো হল।সাধারণত, গ্যাসের কারণে পেটে ফোলাভাব দেখা দেয়। এর ফলে পেট ব্যথা, ফাঁপা বা ঢেকুরের সমস্যা দেখা দেয়। অজীর্ণ খাবার ভাঙ্গনের ফলে বা খাওয়ার সময় বাতাস গ্রহণের ফলে পেট বায়ু জমে ও পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয়।পেট ফোলাভাবের অন্যতম কারণ হল অ্যাসিড সৃষ্টি, এছাড়াও অ্যান্টি ডায়াবেটিস আন্টিবায়োটিক ওষুধ সেবনের কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও খাদ্যাভ্যাসের বেশ কিছু কারণেও পেট ফোলাভাব দেখা দেয়।কার্বোনেইটেড পানীয়: এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে যা পান করার পরে পেটে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের সৃষ্টি করে। এই গ্যাস আবার পেটে আবদ্ধ থেকে হজমে সমস্যা করে। ফলে পেট ব্যথা দেখা দেয়।ডাল: ডাল প্রোটিন, আঁশ, স্বাস্থ্যকর কার্বোহাইড্রেইট ও খনিজ- লৌহ, কপার এবং ম্যাগ্নেশিয়াম সমৃদ্ধ। এটা উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ হওয়ায় ডাল খেলে অনেকেরই পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয়।ক্রুসিফেরাস সবজি: ব্রকলি, বাঁধাকপি, চানা ডাল, ফুলকপি-সহ এই ধরনের সবজি উচ্চ আঁশ, ভিটামিন সি ও কে সমৃদ্ধ। যা শরীরের জন্য উপকারী। তবে এখানে এমন কিছু যৌগ রয়েছে যা পরিপাকতন্ত্র-জনিত রোগের সৃষ্টি করে। ফলে গ্যাস সৃষ্টি হয়।পেঁয়াজ ও রসুন: পেঁয়াজ প্রায় সব খাবারেই স্বাদ বৃদ্ধি করে। এতে আছে ফ্রুক্টান্স যা পেট ফাঁপার সমস্যা সৃষ্টি করে। রসুন রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করে। রসুনের প্রচুল ফ্রুক্টোন থাকায় তা পেটে বাতাসের সৃষ্টি করে পেট ফাঁপার সমস্যা তৈরি করে।পেটের ফাঁপাভাব দূর করার উপায়- খাওয়ার পরপরই ঘুমাতে যাওয়া যাবে না। খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করে খাবার হজম হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।- খাবার ধীর গতিতে ও সুষ্ঠুভাবে চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। যা মুখে তৈরি হওয়া লালার সঙ্গে মিশে হজম দ্রুত করতে সহায়তা করে। ফলে খাওয়ার পরে গ্যাসের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে থাকে। - অতিরিক্ত নোনতা খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এতে হজম ও পুষ্টি শোষণে প্রভাব রাখে। - হালকা ও পরিমাণে কম খাবার হজম করা সহজ ও উপকারী।- হজমক্রিয়া বাড়াতে প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবার যেমন- দই খাওয়া ভালো। এটা হজমে সহায়তা করে। ফলে পেটে ফোলাভাব দেখা দেয় না।সতর্কতা পেট ব্যথার সমস্যার পাশাপাশি পেট ফোলার সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ত্বক উপকারী নানান ফল

বিভিন্ন ফল ত্বকে সরাসরি ব্যবহার করেও উপকার পাওয়া যায়। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ত্বকে বিভিন্ন রকমের ফল ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। সিট্রাস ফল- কমলা, আঙ্গুর, লেবু এই ফলগুলো অম্লিয় এবং উচ্চ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন ত্বককে ব্রণ মুক্ত থাকতে ও ত্বক উজ্জ্বল করাতে সাহায্য করে।সিট্রাস ফল ব্যবহার করা খুব সহজ। ফল কেটে টুকরা করে মুখে মালিশ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ত্বককে সিট্রাসের রস শোষণ করতে ১০ মিনিট সময় দিন এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে ফেলুন।সতর্কতা: সিট্রাস ফল ব্যবহারের কারণে ত্বকে আলোক সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে। তাই এটা ব্যবহারের কমপক্ষে এক ঘণ্টা পরে বাইরে বের হতে হবে।বেরি- স্ট্রবেরি, আমলকীবেরি ধরনের ফল উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা ত্বকের নানান উপকার করে। বেরিতে থাকা পলিফেনল ত্বককে পরিবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং বয়সের ছাপ কমায়। স্যালিসাইলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ স্ট্রবেরি টুকরা করে কেটে ত্বক মালিশ করা যায়। এটা ত্বক এক্সফলিয়েট করে এবং ব্রণ দূর করে। ত্বকে স্ট্রবেরি ঘষার পরে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বকে দুই টেবিল-চামচ আমলকীর গুঁড়া ও সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে মুখে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।গ্রীষ্মকালীন ফল- কলা, আনারস, পেঁপেএসব ফলে ত্বক উপকারী নানান রকমের ভিটামিন ও আর্দতা রক্ষাকারী উপাদান আছে। এই ধরনের ফল সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায়। ত্বক কোমল করতে ও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলতে কলা চটকে ত্বকে মালিশ করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। মুখে হঠাৎ ব্রেকআউট দেখা দিলে একটা তুলার বল আনারসের রসে ডুবিয়ে আক্রান্ত স্থানে চাপ দিয়ে ধরুন। ৩০ মিনিট পরে মুখ ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে করে ফেলুন। পেঁপেতে আছে পাপাইন নামক উপাদান যা ত্বক এক্সফলিয়েট করে মৃত কোষ দূর করে। পেঁপের খোসা মুখে ঘষে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটা ত্বক আর্দ রাখতে এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে।

অনিদ্রার কারণ ও সমাধান

ঘুম আসেনা সহজে এবং তা প্রতিনিয়তই। তাহলে হয়ত আপনি অনিদ্রার সমস্যায় ভুগছেন।নানান কারণে অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর সঠিক কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধান করার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।অনিদ্রা-যাদের অনিদ্রার সমস্যা আছে তাদের প্রতিনিয়ত ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়।যুক্তরাষ্ট্রের মস্তিস্ক ও ঘুম-বিষয়ক চিকিৎসক নেইট ফাভিনির মতে, "প্রত্যেকেরই কখনও না কখনও ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। ঘুমের সমস্যা যখন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব রাখা শুরু করে তখন তা অনিদ্রার সমস্যায় পরিণত হয়।"অনিদ্রার লক্ষণ- দীর্ঘ সময় বিছানায় শুয়ে থাকার পরও ঘুম না আসা।- রাতে অনবরত হাঁটা চলা করা। - তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে যাওয়া ও পরে ঘুম না আসা। এই ধরনের সমস্যা যত বেশি দিন থাকবে তত বেশি স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেবে।অনিদ্রার কারণে সাধারণত নিচের সমস্যাগুলো দেখা যায়-- অমনোযোগ, অস্থিরতা, স্মৃতি হ্রাস।- শক্তি ও অনুপ্রেরণার অভাব।- অস্বস্তি, হতাশা ও উদ্বেগ।- মাথা-ব্যথা, শরীরে-ব্যথা, গ্যাসের সমস্যা ইত্যাদি।যদি ক্লান্তিবোধ করেন ও ঘুমের সমস্যা কাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে অথবা সুসম্পর্কে বজায় রাখতে বাধা সৃষ্টি করে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।অনিদ্রার ধরণ-অনিদ্রার সময়ের ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়'অ্যাকিউট' বা তীব্র অনিদ্রা: কোন বিশেষ কারণে অনিদ্রা দেখা দেয় যেমন- মানসিক চাপ বা উদ্বেগ এবং কয়েকদিন বা সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা: এটা সাধারণত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে হয়ে থাকে এবং তা দীর্ঘদিনের জন্য- প্রতি সপ্তাহে তিনবার করে কমপক্ষে তিন মাস ব্যাপী।গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমেরিকানদের মধ্যে প্রতি বছর ২৫শতাংশের তীব্র অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয় এবং তার ৭৫ শতাংশই দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রার সমস্যায় পরিণত না হয়ে সমাধান হয়ে যায়।কারণ-সাধারত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এই দুই কারণে অনিদ্রা দেখা দেয়। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হল- মাধ্যমিক অনিদ্রা সাধারণত অন্য কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা বা ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়া হিসেবে হয়ে থাকে। আর প্রাথমিক অনিদ্রা হল প্রধান অসুস্থতা। প্রাথমিক অনিদ্রা-এটা কোনো স্বাস্থ্য জনিত সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত না এটা সাধারণত তীব্র অনিদ্রা। এটা মূলত নিম্নোক্ত কারণের জন্য হয়ে থাকে-মানসিক চাপ: চাকুরির সাক্ষাৎকার, পরীক্ষা এমন কি জীবনের বড় কোনো পরিবর্তন যেমন- কাছের কারও মৃত্যু বা সম্পর্কে বিচ্ছেদ ইত্যাদি নানা কারণে এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে।আরামদায়ক ঘুমের পরিবেশের অভাব: উদাহরণ স্বরূপ, ঘুমানোর সময় বেশি গরম, বা ঠাণ্ডা ইত্যাদি কারণেও ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়।ঘুমের অনিয়মিত রুটিন: অস্বাস্থ্যকর ঘুমের অভ্যাস যেমন- প্রতিদিন একই সময় ঘুমাতে না যাওয়া। ঘুমের রুটিনের পরিবর্তন এই ধরনের অনিদ্রার কারণ।এই ধরনের সমস্যা চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই সমাধান করা সম্ভব।মাধ্যমিক অনিদ্রা-সাধারণত, স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে এই ধরণের অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও, বিভিন্ন রকম ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ এমনটা দেখা দিতে পারে। এর ফলে নানা রকমের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন-ঘুমের সমস্যা: গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুমের সমস্যা আছে এমন ৩৮ শতাংশ লোকের অনিদ্রা দেখা যায় এবং ৬০ শতাংশের মধ্যে পায়ের অস্বস্তির সমস্যা আছে। দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা: দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সমস্যা যেমন- শ্বাসকষ্ট, অ্যাসিডিটি, দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা, হরমোন ও থায়রয়েড ও স্নায়বিক সমস্যা যেমন- পারকিনসন ইত্যাদি থেকে ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। গর্ভাবস্থা: গবেষণা থেকে জানা গেছে, গর্ভাবস্থায় প্রায় ৭৮ শতাংশেরই নিদ্রাহীনতার সমস্যা দেখা দেয়। গর্ভধারণের তিন মাসের মাথায় এই ধরনের সমস্যা হয়। কারণ এই সময় সন্তান বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। মানসিক স্বাস্থ্য: মানসিক চাপ ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি করে। উদ্বেগ ও হতাশা অনিদ্রার সৃষ্টি করে। এমনটা দেখা দিলে থেরাপি নেওয়ার প্রয়োজন। অতিরিক্ত ক্যাফেইন, নিকোটিন ও অ্যাল্কোহল ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি করে। দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি থাকে। ওষুধ: উদ্বেগ জনিত সমস্যার কারণে দেওয়া ওষুধ, উচ্চ রক্ত চাপের জন্য আলফা, বেটা এবং আর্থাইটিসের কারণে দেওয়া স্টেরয়েডের জন্য অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা - এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। থেরাপি, জীবন যাত্রার পরিবর্তন এমনকি প্রাকৃতিক কিছু কৌশল অনুসরণ করেও অনিদ্রার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রাকৃতিক উপায়: ঘুমানোর আগে আরামাদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন ও মন ভালো রাখে এমন কাজ করুন। রাতে ঘুমানো আগে মোবাইল ব্যবহার না করে আরাম করে এক কাপ ক্যামোমাইল চা পান করুন, আরাম অনুভূত হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা: গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে পাঁচ দিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করা হলে ঘুমের মান উন্নত হয়। ধ্যান: ধ্যান মানুষের মনকে শান্ত রাখে ও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। নিয়ম মেনে ধ্যান করা হলে ঘুম ভালো হয়।

ঘরে বসে সন্তানের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সন্তানের পড়ালেখায় মনোযোগ বাড়াতে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার।লকডাউনে শিথিলতা আসলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপাতত খুলছে না। এই পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রেই চলছে অনলাইন ক্লাস।তবে অনলাইন ক্লাসে উপস্থিত হলেও সন্তানকে পড়তে বসাতে বেগ পেতে হচ্ছে প্রায় সকল বাবা-মাকেই।এই পরিস্থিতি কিছুটা সহজ করার উপায় নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষামূলক 'অ্যাপ' 'বাইযু'স লার্নিং অ্যাপ'য়ের 'চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার' আঙ্কিতা কিশোর, যা উঠে আসে শিক্ষামূলক একটি ওয়েবাসাইটের পাতায়। সেই প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।পড়ার নির্দিষ্ট স্থান: সারাদিন ঘরে বন্দি থেকে পড়াশোনার মনোযোগ ধরে রাখা সহজ কথা নয়। তাই ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে হবে পড়ার জন্য, যেখানে নিরিবিলিতে পড়ায় মনোযোগ দেওয়া যায়। আর বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সেখানে ভালোমানের ইন্টারনেট সংযোগও থাকা চাই।বিষয়বস্তুর ওপর দখল বাড়ানো: শিক্ষার্থীদের হাতে এখন অফুরন্ত সময়, যার বেশিরভাগই হয়ত অপচয় হয়ে যাচ্ছে হতাশায়। তবে পরিস্থিতিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের যে কঠিন অংশগুলো রপ্ত করা হয়নি তা এখন সময় নিয়ে অনুশীলন করার সুযোগ আছে। এজন্য বিষয়বস্তু আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে। বোঝার ঘাটতি থাকলে নিঃসংকোচে প্রশ্ন করতে হবে শিক্ষকদের।

ক্লাস, কোচিং, প্রাইভেট, পরীক্ষার চাপ এখন নেই। তাই ইন্টারনেট ঘেটে বিভিন্ন বিষয়ে বাড়তি জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ আছে।ভিডিও দেখা: বিশেষজ্ঞরা বলেন, পড়ে শেখার চাইতে দেখে শেখা দ্রুততর। কারণ চাক্ষুস কোনো ঘটনা থেকে মস্তিস্ক ৬০ হাজার গুন দ্রুত গতিতে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। আর বই পড়ার চাইতে ভিডিও দেখা তুলনামূলক বেশি মজাদার একথা অনেকেই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য শিক্ষামূলক ভিডিও আছে যা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে, আগ্রহ বাড়ায়। বোঝানোর পদ্ধতির ওপর জ্ঞান অর্জন অনেকটা নির্ভরশীল। একই বিষয়কে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে ভিডিও তৈরি করতে পারেন। ফলে আপনার হাতের মুঠোর আছে একাধিক শিক্ষক। এই অফুরন্ত সময়ে সব শিক্ষাকেই কাজে লাগানো সম্ভব।রুটিন: পড়াশোনায় শৃঙ্খলা থাকা অত্যন্ত জরুরি। আর সেজন্য প্রথমেই পড়াশোনার রুটিন তৈরি করতে হবে। এই রুটিন হতে হবে বাস্তবমুখী এবং সেই রুটিন মেনে চলতে হবে প্রতিদিন, কঠোরভাবে। নতুন কিছু শেখা, তা অনুশীলন করা এবং তা পুনরালোচনা করা সবকিছুর জন্যই সময় ভাগ করা থাকতে হবে রুটিনে।চারপাশ থেকে শিক্ষা নেওয়া: জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া শুধু বইয়ের পাতা থেকে পরীক্ষার খাতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকেও শেখার আছে অনেক কিছু, যা ক্ষেত্র বিশেষ পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই চারপাশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানার আগ্রহ থাকতে হবে। প্রশ্ন করতে হবে। ইন্টারনেটে তা নিয়ে আরও জানার চেষ্টা করতে হবে। আর শুধু জানলেই হবে না, তা মাথায় রাখতে হলে লব্ধ জ্ঞানকে হাতেনাতে কাজে লাগানোর চেষ্টাও থাকতে হবে। অনুশীলন, আরও অনুশীলন: নতুন কিছু শেখার পর তাতে দক্ষ হয়ে উঠতে অনুশীলনের বিকল্প নেই। যত বেশি অনুশীলন করা হবে, দক্ষতা ততই বাড়তে থাকবে। বারবার অনুশীলনে মাধ্যমে সেই কাজটি আরও সহজে করার পথও বের করে ফেলতে পারেন। তাই অনুশীলনেই বিকল্প নেই। করোনাভাইরাসের কারণে জীবন থমকে গেলেও শেখার সুযোগ ফুরিয়ে যায়নি কখনই। তবে থাকতে হবে শেখার আগ্রহ, জ্ঞানের ক্ষুধা, সময় কাজে লাগানোর স্পৃহা।

এই সময়ে চোখের সুস্থতা

ফোন, ল্যাপটপ কিংবা টিভি- অতিরিক্ত ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তির ক্ষয় রোধ করতে চাই বাড়তি সতর্কতা।সুস্থ থাকতে ও সামাজিক দূরত্ব রক্ষার্থে বেশিরভাগ সময় কাটছে বাসায়। শিক্ষার্থীদের চলছে অনলাইন ক্লাস। তাই কাজ কিংবা বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে ল্যাপটপ, টিভি কিংবা ফোন।ফলে দৃষ্টিশক্তির ওপর চাপ পড়ছে। আর এই পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায়ও নেই আপাতত।তাই এই সময়ে চোখের যত্নে চাই বাড়তি আয়োজন।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চোখের যত্ন নেওয়ার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।- চোখে লালচেভাব, চুলকানি, শুষ্কতা, দুর্বলতা, পানি পড়া, কালো দাগ ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিলে তার উপযুক্ত চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।- চোখ ভালো রাখতে বৈদ্যুতিক পর্দার দিকে তাকিয়ে কাজ করার সময় ২০ মিনিট পর পর অন্তত ২০ সেকেন্ডের জন্য চোখকে বিশ্রাম দিন। অর্থাৎ আলো থেকে দূরে থাকুন। এতে চোখের অস্বস্তি কমবে এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষতি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।- 'অ্যান্টি-গ্লেয়ার' চশমা ব্যবহার করুন, এটা চোখকে স্ক্রিন (কম্পিউটার, স্মার্ট ফোন, এমনকি গেইম খেলার সময়েও) থেকে বিচ্ছুরিত ক্ষতিকারক নীল রশ্মি থেকে রক্ষা করে। ডিজিটাল চাপ থেকে চোখকে রক্ষা করার এটা অন্যতম উপায়।- খাবার তালিকায় সবজি ও ফল যোগ করুন। গাজর চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে কারণ এতে আছে ভিটামিন এ।

উত্তরবঙ্গের ভুট্টা চাষীদের ফসলের ন্যায্য মুল্যর দাবীতে দিল্লিতে যোগেন্দ্র যাদব

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ভুট্টা চাষিদের ন্যায্য মুল্য (এম.এস,পি) পাওয়ার পাশাপাশি আরও কয়েকটি রাজ্যের চাষীদের বিস্তারিত দাবী নিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হল কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর কাছে। আজ স্বরাজ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি ও জয় কিষাণ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্র যাদব দিল্লীর কৃষি ভবনে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরের সাথে বৈঠক করে জমা দেন।

উত্তর বঙ্গের ভুট্টা চাষীদের দাবী দাওয়া তুলে ধরলেন ও স্মারকলিপি দিলেন। শ্রী যাদবের নেতৃত্বে স্বরাজ ইন্ডিয়া-জয় কিষাণ আন্দোলনের তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন। মন্ত্রী স্বীকার করেন যে দামের বিপর্যয়ের কারণে কৃষকরা অভূতপূর্ব আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার এবং পরিস্থিতি প্রশমিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রতিনিধিদল মন্ত্রীর কাছে জানিয়ে দেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই যদি ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া না হয় তবে কৃষকরা তাদের সংগ্রামকে আরও তীব্র করতে বাধ্য হবে, স্থানে স্থানে ব্যাপক বিক্ষোভ হবে।

এটি লক্ষণীয় যে মন্ত্রীর সাথে বৈঠকটি দীর্ঘ সময় পর এবং বারংবার আবেদনের পর বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। এও লক্ষণীয় যে, আজ অবধি স্বরাজ ইন্ডিয়া উত্তরবঙ্গের ভুট্টা চাষীদের ফসলের এম.এস.পি—দর পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় কৃষি সচিব, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, কৃষি সচিব, খাদ্য সচিব, উত্তর দিনাজপুর জেলার তিনজন সাংসদ, আট জন বিধায়ক, জেলা শাসক ও বিডিও-দের ৫০০-র ও বেশী চিঠি লিখেছে। গ্রাম স্তরে ইতিমধ্যে বহু সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানীয় প্রতিবাদে যোগ দিয়েছেন।

যোগেন্দ্র যাদব বলেন: 'আজকের বৈঠকের পর কিছু ফলাফল আশা করা যাচ্ছে। কিন্তু যদি চাষিদের ন্যায্য দাবী অবহেলিত থাকে তবে সব জায়গায় ব্যাপক প্রতিবাদ হবে, যা করোনা অতিমারী চলাকালীন স্বাস্থ্য সঙ্কটের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হবে। কিন্তু চাষীরা তাদের ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন। প্রধানমন্ত্রী থেকে ডিএম অবধি কেউ তাদের কথা শুনছেন না। এটি মনে রাখতে হবে যে উত্তর দিনাজপুর জেলার পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যে কৃষকরা তাদের ভুট্টার ফসল এম.এস.পি থেকে অনেক নিচে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে।'

স্মারকলিপিতে যে দাবীগুলি করা হয়েছে:

(ক) অবিলম্বে:

(১) দেশের সমস্ত ভুট্টা উৎপাদনকারী অঞ্চলে কৃষকদের সহজেই নাগালযোগ্য জায়গায় ভুট্টা কেনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে;

(২) উপরোক্ত ক্রয় কেন্দ্রগুলি থেকে যাতে সমস্ত কৃষকের পুরো ভুট্টা ফসল এম.এস.পি—দরে এবং বিনা অসুবিধায় এবং বিনা আমলাতান্ত্রিক বাধায় ক্রয় করা যায় তার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ এবং কর্মী — আধিকারিক দান নিশ্চিত করতে হবে;

(৩) এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যাতে যে কৃষকরা তাদের ভুট্টার ফসল এম.এস.পি-র চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন, তারা এই ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী জমা দিতে পারেন এবং দ্রুত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন;

(খ) দ্রুততার সাথে:

(১) নিশ্চিত করতে হবে যে দেশের সকল ভুট্টা চাষ হওয়া অঞ্চলে ভুট্টা বিক্রীর জন্য নিয়ন্ত্রিত কৃষি বাজার পাওয়া যায়;

(২) নিশ্চিত করতে হবে যে প্রয়োজনে এই নিয়ন্ত্রিত কৃষি বাজারগুলিতে সমস্ত লেনদেন অন্ততঃ পক্ষে এম.এস.পি-তে বা তারও বেশি দামে হয়, তার জন্য প্রয়োজনে নিয়মিত নিরীক্ষণ ও ব্যাবস্থা করতে হবে;

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী অন্নদাতা আয় সংরক্ষণ অভিযান (পি.এম—আশা)—র অধীনে ভুট্টার জন্য একটি শক্তিশালী মূল্য সহায়তা প্রকল্প ঘোষণা করতে হবে;

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের পি.এম—আশা—র অধীনে ভুট্টার জন্য একটি শক্তিশালী মূল্য ঘাটতি সহায়তা প্রকল্প ঘোষণা করতে হবে;

কাবুলে বিস্ফোরণে মৃত্যু ১০ জনের, সুরক্ষিত আফগান ভাইস-প্রেসিডেন্ট

কাবুল, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সন্ত্রাসী হামলায় ফের রক্তাক্ত হল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। বুধবার সকালে কাবুল শহরের পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট ৪-এর অন্তর্গত তাইমানি এলাকায় শক্তিশালী বিস্ফোরণ হয়। আফগানিস্তানের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আমরুল্লাহ সালেহ-র কনভয়কে টার্গেট করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। যদিও, ভাইস প্রেসিডেন্ট সুরক্ষিত রয়েছেন, তাঁর মুখে ও হাতে সামান্য চোট লেগেছে। টুইট করে ভাইস-প্রেসিডেন্টের ছেলে এদাব সালেহ লিখেছেন, কনভয়ে বিস্ফোরণের সময় বাবার সঙ্গেই ছিলাম, বাবা সুরক্ষিত রয়েছেন। কিন্তু, শক্তিশালী বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের, জখম হয়েছেন আরও ১০ জন। আহতদের মধ্যে ভাইস-প্রেসিডেন্টের স্টাফ এবং দেহরক্ষীরা রয়েছেন।

কাবুল পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট ৪-এর অন্তর্গত তাইমানি এলাকায় শক্তিশালী বিস্ফোরণ হয়। ভাইস-প্রেসিডেন্টের কনভয়ের তিনটি গাড়ি ওই এলাকা থেকে যাওয়ার সময় বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের এবং ১০ জখম হয়েছেন। পরে ভাইস-প্রেসিডেন্ট ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, আমার কনভয়ে হামলা চালানো হয়েছে, আহত হয়েছেন সিকিউরিটি গার্ডরা, হাতে ও মুখে সামান্য চোট পেয়েছি। কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনও বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি।

কুলগামে গ্রেফতার দু''জন সন্দেহভাজন, ট্রাক থেকে উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় জওহর টানেলের কাছে দু''জন সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করল সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ টিম। মঙ্গলবার মধ্যরাতে সাম্বা থেকে আসা একটি ট্রাককে (জে কে ২২বি-১৭৩৭) জওহর টানেলের কাছে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা। ওই ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয়েছে দু''জন সন্দেহভাজনকে। ধৃতদের নাম-বিলাল আহমেদ এবং শাহনওয়াজ আহমেদ মীর। তাদের বাড়ি শোপিয়ান জেলায়। ওই ট্রাক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু''টি ম্যাগাজিন-সহ একটি একে-৪৭ রাইফেল, তিনি ম্যাগাজিন-সহ একটি এম৪ ইউএস কার্বাইন, ছ''টি চিনা পিস্তল এবং ১২টি ম্যাগাজিন।

মহামারীর সময় ৯৪.৪১ লক্ষ দাবি-দাওয়ার নিষ্পত্তি ইপিএফও-র

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা মহামারী সংক্রান্ত বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার মাঝে ইপিএফও গত এপ্রিল থেকে অগাস্ট পর্যন্ত তার সদস্যদের জন্য ৯৪ লক্ষ ৪১ হাজার দাবি-দাওয়ার নিষ্পত্তি করেছে। প্রাপকদের মিটিয়ে দিয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সূত্রের দাবি, আলোচ্য সময়ে ইপিএফও গত বছরের ওই একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩২ শতাংশ বেশি দাবি-দাওয়ার নিষ্পত্তি করেছে। ইপিএফও-র সদস্যদের করোনার সময়ে নগদের যোগান অব্যাহত রাখতে এই উদ্যোগ। প্রাপ্ত দাবি-দাওয়াগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৩-২০ দিনের মধ্যে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। এপ্রিল-অগাস্ট পর্যন্ত ৫৫ শতাংশ আগাম দাবি-দাওয়া নিষ্পত্তি হয়েছে। ৩১ শতাংশ দাবি-দাওয়া মেটানো হয়েছে অসুস্থতা বাবদ সংক্রান্ত আগাম অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে।

শ্রীনগরের সরকারি আবাসন ছাড়ছেন ওমর আব্দুল্লাহ, নিজ ইচ্ছেতেই সিদ্ধান্ত

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শ্রীনগরের সরকারি আবাসন খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ। নিজ ইচ্ছেতে, অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার আগেই শ্রীনগরের সরকারি আবাসন ছেড়ে দেবেন ওমর আব্দুল্লাহ।

জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের এডমিনিস্ট্রেটিভ সেক্রেটারিকে লেখা চিঠিতে ওমর আব্দুল্লাহ জানিয়েছেন, শ্রীনগর সংসদীয় কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় ২০০২ সালে শ্রীনগরের গুপকার রোডে জি-১ আবাসন বরাদ্দ করা হয়েছিল আমাকে।....এখন সেই আবাসন আমি খালি করতে চাইছি। কোভিড-১৯-এর অনেকটা বিলম্ব হয়েছে ঠিকই, তবে ৮-১০ সপ্তাহের মধ্যে গুপকার রোডের আবাসন খালি করে দেব।

দেশে অতিমারি কোভিড সৃষ্ট পরিস্থিতি সামাল দিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন দাবি জসফা-র

তেজপুর (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অতিমারি কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সারা দেশ তথা বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার সৃষ্টি হয়েছে। দেশে সম্পদ হ্রাস হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ১৩৭ কোটি জনতার দেখভাল করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দেশে খুব শীঘ্র 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন' লাগু করার দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকপত্র পাঠিয়েছে 'জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশন' (জসফা) অসম প্রান্তের এক সংগঠন।

সংগঠনের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে পাঁচটি স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছে। সংগঠনের পদাধিকারীদের বক্তব্য, দেশে দারিদর্য নির্মূলীকরণের লক্ষ্যেই তাঁদের এই দাবি। তাঁদের কথায়, জন-বিস্ফোরণের দরুন বিশ্বমানের পরিকাঠামো নির্মাণ, অত্যাধুনিক সেনা বাহিনী, বৈশ্বিক প্রতিযোগী কুশল কর্মশক্তি, আধুনিক এবং সর্বস্পর্শী স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য অত্যাবশ্যক সম্পদের ওপর চাপ পড়েছে। ফাউন্ডেশনের মতে, বর্ধিত জনসংখ্যা রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য আয়ের পরিবর্তে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সামাজিক অস্থিরতা এবং বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়েছে। যা সমাজের পাশাপাশি দেশের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জসফা-র অসম প্রান্তের তেজপুরের সক্রিয় যুব সমাজকর্মী জেলা বিজেপি সদস্য ভবেন বি বর্মন, মাজগাঁও জেলা পরিষদের সদস্য জয়া দাস, মাজগাঁও পঞ্চায়েত সদস্য বিজু দাস, হিন্দু সুরক্ষা সেনার উপ-সভানেত্রী সবিতা নাথ এবং গাভরু বিজেপি মণ্ডলের অন্তর্গত বুথ সভাপতি অভিজিত সিংহ ফাউন্ডেশনের এই পদক্ষেপে সহমত পোষণ করেছেন।

সংগঠনের সম্পর্ক প্রমুখ ইপ্সিতা বরুয়া, প্রচার প্রমুখ অমৃত দাস, মিডিয়া প্রমুখ, কৌশিক ডেকা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিবৃতিতে এই খবর জানিয়ে বলেছেন, স্মারকপত্রটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং, বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী রবি শংকর প্রসাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

৭ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ১,১৭১ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৯৪,৮৫৪

জয়পুর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭২৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নতুন করে ৭২৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৪,৮৫৪। বুধবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৭২৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

আক্রান্ত ৭২৮ জনের মধ্যে আজমের-এ ৫৪ জন, আলওয়ারে ৪৩ জন, বন্সওয়ারে ৮ জন, বরণে ১৭ জন, বারমের-এ ২৩ জন, ভরতপুরে ৭ জন, ভিলওয়ারে ২৭ জন, বিকানের-এ ৩২ জন, বুন্দিতে ২১ জন, চিত্তরগড়ে ১৭ জন, চুরুতে ৫ জন, ঢোলপুরে ১২ জন, দুঙ্গারপুরে ৭ জন, গঙ্গানগরে ৯ জন, হনুমানগড়ে ৩১ জন, জয়পুরে ১০১ জন, জালোরে ২৫ জন, ঝালাওয়ারে ২৩ জন, যোধপুরে ৭০ জন, কোটায় ৮৯ জন, নাগাউরে ১৭ জন, পালিতে ২৪ জন, প্রতাপগড়ে ১২ জন, রাজসমন্দে ২১ জন, সওয়াই মাধপুরে ১৯ জন, সিরোহিতে ৬ জন এবং উদয়পুরে ৮ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে সমগ্র রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭২৮ জন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৪,৮৫৪-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭৭,৯২২ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৫,৭৬১ এবং নতুন করে ৭ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,১৭১ জনের।

কঙ্গনার হয়ে পৌরসভার বিরুদ্ধে সরব বিজেপির নেতা

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): কঙ্গনা রানাওয়াতের বাসভবন এবং কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর বিরুদ্ধে বৃহ - মুম্বই পৌরসভার বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন বিজেপি নেতা অমিত ভাস্কর সতম।পৌরসভা যে আইন বিরুদ্ধ ভাবে অভিনেত্রীর বাসভবন এবং কার্যালয় ভাঙচুর চালাতে গিয়ে ছিলো তার উপর আলোকপাত করে বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ তুলে ভাঙচুর করার আগে নোটিশ জারি করা উচিত ছিল। তেমনটা এক্ষেত্রে হয়নি। কঙ্গনার বাসভবনের আশেপাশে আরও অন্য অনেকের বাড়ি রয়েছে যেগুলো অবৈধভাবে নির্মিত।সেগুলি ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে কেন পৌরসভা কর্মীদের সদর্থক ভূমিকা দেখা গেল না। অন্যদিকে ফের টুইট করে কঙ্গনা রানাওয়াত জানিয়েছেন যে মুম্বই এখন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে পরিণত হয়েছে।পৌরসভা এবং প্রশাসন বাবর এবং তার সেনাবাহিনীর মতন আচরণ করে চলেছে। পুরসভার এই পদক্ষেপের ওপর ইতিমধ্যেই স্থগিতাদেশ জারি করেছে বোম্বে হাইকোর্ট।আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে।

উদ্ধবের নিন্দায় সরব কঙ্গনা

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বিমানবন্দর থেকে নেমে মুম্বাইয়ের খারে অবস্থিত নিজের বাসভবনে গিয়ে ভিডিও রার্তা জারি করে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকুরের বিরুদ্ধে সরব হলেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। সময় চাকা সব সময় এক দিকে ঘোরে না। আজ আমার বাড়ি ভেঙেছে।কাল আপনার অহংকার ভেঙ্গে পড়বে বলে জানিয়েছেন কঙ্গনা। চলচ্চিত্রকে মাফিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে এই কাজটা করেছে বলে দাবি করেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। তার দাবি আজ আমার বাড়ি ভেঙেছে।কাল আপনার অহংকার ভেঙে পড়বে।সময় চাকা একদিকে বয়ে চলে না। এমন ধরনের যন্ত্রণার মুখে পড়েছিল কাশ্মীরি পন্ডিতেরা। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সেই যন্ত্রণা অনুভব করলাম। দেশকে জাগ্রত করার জন্য অযোধ্যার পাশাপাশি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়ে চলচ্চিত্র আগামী দিনে তৈরি করবেন কঙ্গনা। উদ্ধব ঠাকরে সন্ত্রাস এবং আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি করেছে বলে জানিয়েছে বলিউডের এই অভিনেত্রী।অন্যদিকে শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, প্রতিশোধের ভাবনা নিয়ে কঙ্গনার বাসভবনে আঘাত আনা হয়নি।শিবসেনা কঙ্গনার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।বিমানবন্দরে বিক্ষোভ না দেখানোর হুইপ জারি করা সত্বেও এক দল শিবসেনা কর্মী বিমানবন্দর গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল আজ।

কঙ্গনার পাশে এসে দাঁড়ালেন অনুপম খের

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবার সকাল থেকে মুম্বইয়ের পালি হিলসে কঙ্গনা রানাওয়াতের বাসভবন এবং কার্যালয়ের কুড়ি শতাংশ অংশ ভাঙচুর চালিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয় বৃহ মুম্বই পৌরসভার কর্মীরা।পৌরসভার তরফে জানানো হয়েছিল অবৈধ নির্মাণের কারণে এমনটা করা হয়েছে।যদিও পরে বোম্বে হাইকোর্টের তরফ থেকে পৌরসভার এই উদ্যোগের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে দেওয়া।

মহারাষ্ট্রের শাসক দল শিবসেনা সঙ্গে কঙ্গনা রানাওয়াত বিরোধ চরম আকার ধারন করার পর পৌরসভার এমন ধরনের পদক্ষেপে প্রশ্ন তুলেছেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অনুপম খের। বুধবার নিজের টুইট বার্তায় অনুপম খের লিখেছেন, এটাকে বুলডোজার নয়, বুলিডোজার বলা উচিত। নির্মমভাবে কারোর বাড়ি ভেঙে দেওয়া চরম অন্যায় ছাড়া আর কিছু নয়। পৌরসভার এই প্রহর মুম্বইয়ের চেতনার ওপর আঘাত এনেছে। এই আফসোস যাওয়ার নয়।

প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ প্যাকেজে অগ্রগতি নিয়মিত নজরদারির দাবি

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ প্যাকেজের আওতায় ৪২ কোটি দরিদ্র মানুষকে ৬৮,৮২০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্যাকেজকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা চালিয়ে নিয়মিত নজরদারি করেছে।

১.৭০ লক্ষ কোটি টাকার প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ প্যাকেজ (পিএমজিকেপি) এর অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার মহিলা, দরিদ্র, প্রবীণ নাগরিক এবং কৃষকদের বিনামূল্যে ও নগদ অর্থ প্রদানের কথা ঘোষণা করেছে। কেন্দ্র এ খবর জানিয়ে বলেছে, পিএম কিষাণ-এর প্রথম কিস্তিতে ৮.৯৪ কোটি সুবিধাভোগীকে ১৭,৮৯১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০.৬৫ কোটি জনধন অ্যাকাউন্টধারী মহিলাকে ১০,৩২৫ কোটি টাকা প্রথম কিস্তিতে, ২০.৬৩ কোটি মহিলাকে ১০,৩১৫ কোটি টাকা দ্বিতীয় কিস্তিতে এবং ২০.৬২ কোটি মহিলাকে তৃতীয় কিস্তিতে ১০,৩১২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ২.৮১ কোটি প্রবীণ নাগরিক, বিধবা মহিলা এবং

ছয়ের পাতায়

এডিবি-র সহায়তায় দিল্লি-মেরঠ আঞ্চলিক র‍্যাপিড সিস্টেম করিডর

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (এডিবি) এবং ভারতের মধ্যে দিল্লি-মেরঠ আঞ্চলিক র‍্যাপিড সিস্টেম (আরআরটিএস) করিডর তৈরি নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আধুনিক উচ্চ গতির ৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রকল্পে মোট ১ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে প্রথম দফায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেওয়া হবে। এর জন্য এই করিডরের মাধ্যমে উন্নত আঞ্চলিক যোগাযোগের পাশাপাশি দেশের জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে (এনসিআর) যানচলাচলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা মিলবে। এই পরিকল্পনার আওতায় ২০২১ সালের মধ্যে তিনটি রেল করিডর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রথমটি দিল্লি সংলগ্ন অন্যান্য রাজ্যের শহরগুলিকে সংযুক্ত করবে।

প্রকল্পটি এনসিআর এবং অন্যান্য শহরগুলিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসবে এবং সামগ্রিক বিকাশের সুযোগ তৈরি হবে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে সুবিধা মিলবে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের। রাজধানী অঞ্চলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। এই প্রকল্পের আওতায় সিগনালিং ব্যবস্থা, স্টেশন ডিজাইনের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ করিডরটি এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে ট্রেনগুলি প্রতি ঘন্টায় ১৮০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে। ৫ — ১০ মিটির অন্তর এই ট্রেন চলবে। এই করিডরে দিল্লির সরাই কেল্লা খান থেকে উত্তরপ্রদেশের মেরঠের মোদীপুরমের মধ্যে এই ট্রেন চলাচল করবে। বর্তমানে এই যাত্রাপথে সময় লাগে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা। এই করিডর সম্পন্ন নির্মাণ সম্পন্ন হলে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে মাত্র ১ ঘন্টা সময় লাগবে। আরআরটিএস মাল্টি মোডাল হাব থাকবে।

ঋণের প্রথম কিস্তিতে রেল লাইনে বিদ্যুতায়ন, ট্রাক বসানো, সিগনালিং ব্যবস্থাপনা, স্টেশন নির্মাণের কাজ করা হবে। এই স্টেশনগুলি এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে প্রবীণ নাগরিক, মহিলা, শিশু এবং অন্যভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা পান। এছাড়াও থাকছে নানান অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা। দারিদ্র নিরসনের জন্য এডিবি-র জাপান তহবিল থেকে ৩ মিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই আর্থিক সাহায্যে দৃষ্টি, শ্রবনশক্তিহীন, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হুইল চেয়ার প্রদান করা হবে। এছাড়াও তাদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ করে দিতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে এডিবি গঠিত হয়েছিল। ৪৯টি দেশ থেকে ৬৮ জন সদস্য রয়েছেন এডিবি-তে।

দিল্লি-মেরঠ আরআরটিএস বিনিয়োগ প্রকল্প সম্পর্কিত ঋণের বিষয়ে ভারত সরকারের পক্ষে অর্থ মন্ত্রকের অন্তর্গত অর্থনৈতিক বিষয় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সমীর কুমার খারে এবং ভারতে এডিবি-র দেশীয় অধিকর্তা (কান্ট্রি ডিরেক্টর) কেনিচি ইয়োকোয়ামা এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

জীবনতলায় চার মাসের সন্তানকে জলে চুবিয়ে মারার অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে

জীবনতলা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : চার মাসের এক শিশু সন্তানকে জলে চুবিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল খোদ মায়ের বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার কালুয়াখালি এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত মা কল্পনা সর্দারকে গ্রেফতার করেছে। শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, কল্পনার স্বামী কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। স্বামী না থাকার কারনে গ্রামের অপর এক যুবক সাগর সর্দারের সাথে তার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক কল্পনার স্বামী জেনে ফেললে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। বুধবার সকালেও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়ে ব্যাপক অশান্তি হয়। অভিযোগ এরপরেই কল্পনার রাগ গিয়ে পড়ে তার চার মাসের ছোট্ট সন্তানের উপর। রাগ করে নিজের সন্তানকেই জলে ছুড়ে ফেলে সে। সেখানেই মৃত্যু হয় ওই ছোট্ট শিশুর। এই ঘটনায় স্তম্ভিত এলাকার মানুষজন। ঘটনার খবর পেয়ে সাথে সাথেই জীবনতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে শিশুটির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। পাশাপাশি অভিযুক্ত মা'কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার সঠিক কারন জানতে তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

করোনা আক্রান্ত চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের বিশেষ চিকিৎসার দাবি

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের বিশেষ চিকিৎসার দাবিতে আজ স্বাস্থ্যভবনে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের অভিযোগ, করোনার পরিস্থিতি রাজ্যে আজ ভয়াবহ। এই পরিস্থিতিকে যথাযথ ভাবে মোকাবিলা না করে স্বাস্থ্যদপ্তর চিকিৎসকদের উপর প্রশাসনিক সন্ত্রাস চালাচ্ছে। স্বাস্থ্যভবনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে এবং করোনার নাম করে স্বাস্থ্য ভবনের অন্দরে চিকিৎসকদের ঢুকতে পযর্ন বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে একতরফাভাবে চিকিৎসকদের অন্যায় বদলি ও পোষ্টিং করা হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে তাঁদের বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস বলেন ' বছরের পর বছর স্বাস্থ্য ভবন এমডি/এমএস পাশ করা সরকারি ডাক্তারদের নির্দিষ্ট পোষ্টিং না দিয়ে 'এমও সাপ্লিমেন্টারি' করে রেখে দেয়। অনেককেই নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ডিটেইলমেন্ট পোষ্টিংয়ে দূরে কাজ করতে বাধ্য করায়। পরিকল্পনার অভাবে এবং পোষ্টিংকে কেন্দ্র করে অনিয়মের ফলে তাঁদের পোষ্টিংয়ের আগে কোনও কাউন্সেলিংও করা হয় না। তাই আমরা আজ স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে দাবি জানিয়েছি ১) 'এমও সাপ্লিমেন্টারি'-দের পোষ্টিংয়ের আগে বিভাগ অনুযায়ী শূণ্যপদের লিষ্ট প্রকাশ করতে হবে এবং কাউন্সেলিং এর সুযোগ দিতে হবে। অন্যথায় পোষ্টিং নিয়ে দুর্নীতি যেমন কমানো যাবে না, তেমনি করোনা আবহে চিকিৎসকরা বিপদে পড়বেন এবং পরিষেবা মার খাবে।

২) করোনা আবহকে কাজে লাগিয়ে অন্যায়ভাবে চিকিৎসকদের বদলি বন্ধ করে স্বচ্ছ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বদলি নিতী চালু করতে হবে।

৩) করোনা আক্রান্ত চিকিৎসকদের বিশেষ ও উচ্চমানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

কোথায় কেনা হবে ফ্ল্যাট তা নিয়ে বচসা আনন্দপুর কাণ্ডে প্রকাশ্যে ফের নয়া তথ্য

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শ্লীলতাহানি নতুন পরিচয় সবটাই ছিল ভাঁওতাবাজি। আসলে আনন্দপুর শ্লীলতাহানি কাণ্ডে অভিযুক্ত নির্যাতিতার হবু স্বামী। এরই মাঝে এবার প্রকাশ্যে এলো তাদের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচির কারণ।

জানা গিয়েছে, কিছুদিন পরেই অভিযুক্ত ও নির্যাতিতার বিয়ের কথা ছিল। আর তাই নতুন জীবন শুরুর আগে ঘটনার দিন রাতে গাড়িতে বসেই কোথায় ফ্ল্যাট কিনবেন তা নিয়েই বচসা চলছিল। বচসা চলতে চলতে তরুণী রাগের বশে অভিযুক্তের ডান হাতের আঙ্গুলে কামড় বসায়। এরপর নিজেই চলন্ত গাড়িতে নামতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যায় নির্যাতিতা। আর সেটা দেখেই আহত উদ্ধারকারী ভেবেছিলেন হয়তো তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা ভুল পুলিশের জেরার সামনে এমনটাই দাবি অভিযুক্তর। প্রসঙ্গত, শনিবার রাত ১২ টা নাগাদ ইএম বাইপাসে এক অভিজাত আবাসনের বাসিন্দারা গাড়ি করে রাস্তায় বেরিয়ে ছিলেন। আর তখনই তারা দেখতে পান অন্য এক গাড়িতে এক মহিলা চিৎকার করছেন। তরুণীর আর্তনাদ শুনে এগিয়ে যান এক মহিলা। তখন ওই অভিযুক্ত ধাক্কা দিয়ে তরুণীকে গাড়ি ফেলে দেয় এই ভেবে গাড়িটিকে ধরতে গেলে যে মহিলা তরুণীকে বাঁচাতে এসেছিল তার পায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয় পলাতক অভিযুক্ত। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসারত উদ্ধারকারী ওই মহিলা। এরপর গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। তিনদিন গা-ঢাকা দেওয়ার পর অবশেষে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত। এর পরেই জানা যায় অভিযুক্ত নির্যাতিতা হবু স্বামী স্ত্রী। এবং শ্লীলতাহানীর ঘটনা সম্পূর্ণই সাজানো। ইতিমধ্যেই দুজনকে সামনে বসিয়ে জেরা করা হবে বলে খবর।

বিহারে ৭ কোটির বেশি যুবক বেকার, কিছুই করছেন না নীতীশ কুমার : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিহারে কর্মসংস্থান নিয়ে নীতীশ কুমারকে ফের তীব্র আক্রমণ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। লালু-পুত্র তেজস্বীর কথায়, বিহারে ৭ কোটির বেশি যুবক এই মুহূর্তে বেকার, কোভিড-১৯ লকডাউনের কারণে বহু মানুষ আবার বিহারে ফিরে এসেছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্বেও তাঁদের কাজ দিচ্ছেন না নীতীশ কুমার।

তেজস্বীর কথায়, এই মুহূর্তে শুধুমাত্র বিহার নয়, সমগ্র দেশেই বৃহত্তম সমস্যা হল বেকারত্ব। বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়ে তেজস্বী বলেন, বহু স্বনির্ভর গোষ্ঠী এখন বেকার। বেকারত্বই এই মুহূর্তে দেশের সমচেয়ে গুরুতর সমস্যা।

সরকার ইচ্ছে করেই ১২ তারিখ লকডাউন ডেকেছে : কৈলাশ বিজয়বর্গীয়

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর(হি. স.): আগামী সোমবার সর্বভারতীয় স্তরে নিট পরীক্ষা। সেই কারণে শনিবার রাজ্যের তরফে ঘোষিত সার্বিক লকডাউন প্রত্যাহার করার দাবি জানালো বিজেপি। পাশাপাশি নিট পরীক্ষার একদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছে করেই লকডাউন ঘোষণা করেছেন বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়।

এই মুহূর্তে যেন নিট ও জেইই মেন পরীক্ষা নেওয়া না হয় সেই আবেদন জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টে পিটিশন জমা পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সহ আরও ছয় রাজ্য। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে এই সোমবারই ভারতীয় স্তরে নিট পরীক্ষা হবে। তবে আগামী শুক্র ও শনিবার রাজ্যে সার্বিক লকডাউন ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই অবস্থায় পরীক্ষার্থীদের অন্য জায়গা থেকে পরীক্ষা দিতে আসতে অসুবিধা হবে সেই কথা বিবেচনা করে শনিবার লকডাউন প্রত্যাহার করার আবেদন জানান বাম পরিষদীয় দল নেতা তথা বাম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী। একই দাবি জানায় বিজেপিও।

এই প্রসঙ্গে কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, 'আমার তো মনে হয় সরকার ইচ্ছে করেই ১২ তারিখ লকডাউন ডেকেছে। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে যাই। তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য বাংলায় লকডাউনের দিন বদলে দিতে পারে নবান্ন। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য তা করতে পারে না। এ এক বিচিত্র রাজ্য''। এদিকে নবান্ন সূত্রে খবর, পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে শনিবারের লকডাউন প্রত্যাহার করা হতেও পারে। যদিও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানায়নি রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ভবন।

ভায়খলা সংশোধনাগারে রিয়া চক্রবর্তী

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবার মহারাষ্ট্রের ভায়খলা সংশোধনাগারে রিয়া চক্রবর্তীকে রেখে এল নারকটিকস কন্টোল ব্যুরো। মঙ্গলবার রিয়া চক্রবর্তীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল আদালত।এরপর সারারাত নারকটিকস কন্টোল ব্যুরোর মহিলা লকআপে থাকতে হয়েছে রিয়াকে।বুধবার তাকে সংশোধনাগারে স্থানান্তর করা হয়।বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর সঙ্গে মাদক যোগের মিল নিয়ে টানা তিনদিন ২০ ঘন্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ রিয়া চক্রবর্তীকে করে গিয়েছিল নারকটিকস কন্টোল ব্যুরো। অবশেষে মঙ্গলবার গ্রেফতার হন রিয়া চক্রবর্তী। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এনডিপিএস আদালতে পেশ করানো হয়। আদালত তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। রিয়ার আইনজীবী সতীশ মানশিন্ডে এনডিপিএস আদালতের কাছেই রিয়ার জামিনের আবেদন জানায়। বিষয়টি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হওয়া পর অবশেষে আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। ফলে মঙ্গলবার সারারাত নারকটিকস কন্টোল ব্যুরো কাটাতে হয় রিয়া চক্রবর্তীকে। বুধবার সকাল ১০ টা ২৫ মিনিট নাগাদ সংশোধনাগারের স্থানান্তর করা হয় রিয়া চক্রবর্তীকে।

ইউজিসির নিয়ম মেনেই পরীক্ষা হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, জানালেন উপাচার্য

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর(হি. স.): ইউজিসির নির্দেশিকা মেনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নেওয়া হবে জানালেও এখনই পরীক্ষার দিন সূচি ঘোষণা করছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের তরফের ইউজিসিকে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে সেই চিঠির উত্তর না আসা পর্যন্ত দিন আপাতত ঘোষণা করা হবে না বলেই জানা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা অক্টোবর মাসে নিতে হবে জানিয়ে কিছুদিন আগে উপাচার্যদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। যদিও এই বিষয়ে রাজ্যের তরফে নতুন করে কোনো অ্যাডভাইজারি দেওয়া হবে না বলেও উপাচার্যদের জানানো হয়েছিল। অক্টোবর মাসে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এর ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষা নেবে রাজ্য এই বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যেই গত সপ্তাহে চিঠি দিয়েছে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী ইউজিসি সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে রাজ্যকে পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করতে হলে। কারণ ইউজিসির গাইডলাইন অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসেই পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশিকা জারি হলেও অক্টোবর মাসে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে ইউজিসির অনুমতি না আসা পর্যন্ত পরীক্ষার সূচি ঘোষিত হচ্ছে না। যদিও ইউজিসির নির্দেশিকা মেনে পরীক্ষা হবে বলে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রসঙ্গে উপাচার্য সুরঞ্জন দাস বলেন ’ আমরা সুপ্রিম কোর্টের রায় ও ইউজিসির নির্দেশিকা মেনে পরীক্ষা নেব বলে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। পরীক্ষার নির্ঘণ্ট কি হবে তা যখন ঠিক হবে আপনারা যথাসময়ে জানতে পারবেন।’ এদিকে, ইউজিসির চিঠির উত্তর আসা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা করবে কিনা সে বিষয়ে অবশ্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য কোন মন্তব্য করতে চাননি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জীবনতলায় গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

জীবনতলা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এক গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। নিহতের নাম রিনা বিবি (২৬)। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার অন্তর্গত সস্তাখালি গ্রামে। রিনাকে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামী মহিবুল্লা মোল্লা সহ শ্বশুর মহিত মোল্লা ও শাশুড়ি আনোয়ারা মোল্লার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, চার বছর আগে জীবনতলার সস্তাখালির বাসিন্দা মহিত মোল্লার ছেলে মহিবুল্লার সাথে দেখাশুনা করেই বিয়ে হয় খাগড়া গ্রামের বাসিন্দা রিনার। বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন কারনে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ লেগে ছিল। এমনকি শ্বশুরবাড়ির সদস্যরাও নানাভাবে রিনার উপর অত্যাচার করতো বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁর বাবা ইছা হক মোল্লা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রিনার সাথে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের অশান্তি বাঁধলে তাঁর গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় শাশুড়ি। স্বামী ও শ্বশুর বাঁচাতে গিয়ে তারাও অগ্নিদগ্ধ হন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রিনার। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁর স্বামী ও শ্বশুরকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় শাশুড়িকে গ্রেফতার করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ। মহিত ও মহিবুল্লাকে ও আটক করেছে পুলিশ। রিনার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

শনিবার লকডাউন প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সুজন চক্রবর্তীর

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আগামী সোমবার সর্বভারতীয় স্তরে নিট পরীক্ষা। সেই কারণে শনিবার রাজ্যের তরফে ঘোষিত সার্বিক লকডাউন প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। তার মতে, পরীক্ষা যখন একান্তই হচ্ছে সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে যা প্রয়োজন রাজ্য তাই করুক।

এই মুহূর্তে যেন নিট ও জেইই মেন পরীক্ষা নেওয়া না হয় সেই আবেদন জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টে পিটিশন জমা পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সহ আরও ছয় রাজ্য। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে এই সোমবারই ভারতীয় স্তরে নিট পরীক্ষা হবে। তবে আগামী শুক্র ও শনিবার রাজ্যে সার্বিক লকডাউন ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই অবস্থায় পরীক্ষার্থীদের অন্য জায়গা থেকে পরীক্ষা দিতে আসতে অসুবিধা হবে সেই কথা বিবেচনা করে শনিবার লকডাউন প্রত্যাহার করার আবেদন জানালেন বাম পরিষদীয় দল নেতা তথা বাম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী।

মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে সুজন বাবু জানান, ’বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসবেন। ফলে তাঁরা যাতে পরীক্ষা দিতে ঠিকমতো যেতে পারেন তার বন্দোবস্ত করুক সরকার। সেই সঙ্গে পরীক্ষার আগের দিন লকডাউন তুলে নেওয়া হোক। নইলে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হবে। যেহেতু এখন রেল পরিষেবা বন্ধ রয়েছে তাই সরকারকে পর্যাপ্ত পরিবহণের ব্যবস্থাও করতে হবে।’ এদিকে নবান্ন সূত্রে খবর পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে শনিবারের লকডাউন প্রত্যাহার করা হতেও পারে। যদিও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানায়নি রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ভবন।

বৃষ্টির পূর্বাভাস

আটের পাতার পর

দক্ষিণবঙ্গে বাকি জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি চলবে রবিবার পর্যন্ত।

মৌসুমী অক্ষরেখা আবারো দক্ষিণবঙ্গের উপরে অবস্থিত।গঙ্গানগর বারানসি পুরুলিয়া খড়গপুর এর উপর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি তে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।

বুধবার কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আদ্রতা জনিত অস্বস্তি চরমে।সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রী গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৯ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্প রয়েছে সর্বোচ্চ ৯৭ শতাংশ গত ২৪ ঘন্টায় ৬১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

নজরদারির দাবি

পাচের পাতার পর

অন্যভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের দু’দফায় ২,৮১৪.৫ কোটি প্রদান করা হয়েছে। মোট ২.৮১ কোটি সুবিধাভোগীদের দু’দফায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মহিলা সমিতির

তিনের পাতার পর

ওই প্রতিবাদী, সাহসী মহিলার পায়ে অস্ত্রোপচার হয়েছে, তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মুখ্যমন্ত্রী ‘শূন্য কলসীর আওয়াজ বেশি’র মত বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন, অথচ মহিলা আত্মহত্যায় প্রথম হচ্ছে এই রাজ্য। প্রথম থেকেই নারী নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনাকে কখনো ‘ছোট ঘটনা’, কখনো ‘শরীর থাকলে জ্বর হয়’ গোছের মন্তব্য করে যে দায়সারা মনোভাব মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করেছেন, আজ একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনায় নিয়ন্ত্রণহীনতার মধ্যে দিয়ে তাই প্রকাশিত হচ্ছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রীর স্বঘোষিত আলোর নিচে আসলে অন্ধকার গ্রাস করেছে রাজ্যকে। আমরা অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি, নয়ত বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে মহিলাসমাজ। এর সাথেই এআইডিডব্লিউএ-র সমস্ত জেলাকে ধিক্কার জানানোর আহ্বান জানাচ্ছি এবং রাজ্যের গণতান্ত্রিক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এই ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

কতটা আলোকিত

তিনের পাতার পর

একই মত পোষণ করেছেন বিজেপি-র হাওড়ার জেলানেত্রী এবং যুব মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য প্রিয়ঙ্কা শর্মা। তাঁর মতে, একদিক থেকে বলা হয় নারী এবং পুরুষ সমান। অন্যদিক দিয়ে নারীদের জন্য সংরক্ষণ চেয়ে নারীদের দুর্বল করা হয়। আগে ঠিক করে নিতে হবে নারী দুর্বল না সবল ? লোকসভায় নারীদের ৩৫ সংরক্ষণ বিধিবদ্ধ প্রয়োজন। সেটা সব দলকেই করতে হয়। বিজেপি ও টিকিট সেইভাবে দিয়েছিল। সাংগঠনিক কাজে চেয়ার প্রাধান্য পায়, লিঙ্গ না। এই মানসিকতা থেকে বেরোতে হবে। অন্যথায় মহিলাদের উন্নতি সম্ভব হবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি গণতন্ত্র মানে এবং এখানে কোন পদে কেউ আসে তাঁর যোগ্যতাবলে। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি হলেন একজন মহিলা পুনম মহাজন। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাজ্য কমিটির অনেক মহিলা পদাধিকারী আছেন। যদি এরকম পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিয়ে সব কিছুকে না দেখেন তাহলেই নারীদের কল্যাণ হবে।

বিজেপি-র দুই মহিলা নেত্রী দলে অপেক্ষাকৃত কম মহিলা স্বাভাবিক বলে দাবি করলেও তৃণমূলের এক নেত্রী এই প্রতিবেদককে বলেন, “মহিলা প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে, সেটা প্রতিটি দলের নিজস্ব ভাবনা। আমাদের পর্যাপ্ত নারী জনপ্রতিনিধি থাকায় ‘কন্যাশ্রী’-সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প রূপায়ণে এবং ঘরে ঘরে মহিলাদের কাছে দলের বক্তব্য পৌঁছিয়ে দিতে এ রাজ্যে বাড়তি সুবিধা পেয়েছি। তা ছাড়া, মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গটি কেবল আঞ্চলিক বা জাতীয় ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্ব বা মাত্রা পেয়েছে। পশ্চিমী, উন্নত দেশগুলো ভারতের চেয়ে এদিক থেকে অনেক এগিয়ে। এদেশে যে কোনও দলের চেয়ে মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নে তৃণমূলের অবস্থান খুবই আশাব্যঞ্জক। নারীদের জন্য সংরক্ষণ চেয়ে নারীদের দুর্বল করা হয়, বা সাংগঠনিক কাজে চেয়ার প্রাধান্য পায়, লিঙ্গ না এ রকম মন্তব্য একটা দলের ব্যর্থতা ঢাকার অবাস্তব অজুহাত মাত্র। মহিলা জনপ্রতিনিধির সংখ্যা বাড়লে যে কোনও দল তার সুফল পেতে বাধ্য”।

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। মোহনপুর প্রাইমারি মার্কেটিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের অফিস প্রাঙ্গণে আজ ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চা পাতা বিক্রয় কেন্দ্রের সূচনা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই চা পাতা বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের এই চা পাতা বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই লক্ষ্যে সারা রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় নতুন সরকার আসার পর মোহনপুর সমবায় সমিতিতে গোমতী মিল্ক প্রোডাক্ট বিক্রয় কেন্দ্র, কাপড় বিক্রয় কেন্দ্রের মতো রোজগার সৃষ্টি করতে পারে এমন কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। আজকের এই চা পাতা বিক্রয় কেন্দ্রের সাথে সাথে সব্জি বিক্রয় কেন্দ্র চালু হলো। তিনি বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর চা বাগানগুলি লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে। ত্রিপুরার চা এখন সারা দেশেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশের বিখ্যাত টাটা টি কোম্পানি রাজ্যের চা ক্রয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্যের জনজাতিদের হাতে তৈরি রিসা আজ সারা দেশে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। এতে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার জনজাতি মহিলাদের আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা বলেন, প্রথমে আগরতলা শহরের ২৩১টি রেশন দোকানের মাধ্যমে নিগমের চা পাতা বিক্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো। আজ মোহনপুরেও নিগমের চা পাতা বিক্রি শুরু হলো। তাছাড়া বিশালগড়, জিরানিয়া, তেলিয়ামুড়া এ সমস্ত এলাকাতেও রেশন দোকানের মাধ্যমে নিগমের চা পাতা বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর ফলে সমবায় সমিতিগুলি লাভবান হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমবায় দপ্তরের উপনিয়ামক নিখিল র’ন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর প’ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, মোহনপুর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, সমাজসেবী ধীরেন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর প্রাইমারি মার্কেটিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের বোর্ড অব ডিরেক্টর শ্যামল দেবনাথ। সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির চেয়ারম্যান নিতাই দে।

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানিজেশনের উদ্যোগে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানিজেশন এর পক্ষ থেকে বুধবার বিজয় কুমার চৌমুহনীতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।মূলত করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করে ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস এর পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।সংগঠনের অর্গানাইজার তথা রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন এর নেতৃত্বে মিছিল ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে করোনা রোগীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

কোভিড ১৯ যোদ্ধাদের মধ্যে করোনার থাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ সেপ্টেম্বর।। বুধবার বিকেলে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক অফিসে করোনা সংক্রমন পাওয়ায় সম্পুর্ন ভাবে সেনিটাইজ করা হয় সিএমও অফিস কক্ষ। পাশাপাশি যে পাঁচটি অফিস কক্ষ রয়েছে সেগুলি সেনিটাইজ করা হয়। এমনকি শৌচাগার, বাথরুম সেগুলোও বাদ যায়নি।করোনা সংক্রমন পাওয়ার পর ও থেমে নেই স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ক কাজগুলি।হাসপাতালের কর্ত্যব্যরত একজন চিকিৎসক বলেন সঠিক নিয়মনিতী পালন করে পরতে হবে মাস্ক,মানতে হবে সামাজিক দুরত্ব। এই কঠিন পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়লে চলবে না সকলকে একসঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মহিলা নির্যাতন নিয়ে রাজ্যপালের কাছে বিজেপি মহিলা মোর্চা

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের শাসক দল একটা হিংসা এবং অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে বলে অভিযোগ করল বিজেপি-র মহিলা মোর্চা। বুধবার মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এ ব্যাপারে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে একটি স্মারকলিপি দেন। অভিযোগ, মহিলারা রাজ্যের নানা স্থানে নির্যাতিতা হচ্ছেন। গত কয়েক মাস ধরে ক্রমাগত ধর্ষণ ও খুনের মত ঘটনা ঘটছে।

অগ্নিমিত্রা বলেন, পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ জনক গনতান্ত্রিক পরিস্থিতি ও বিপক্ষের রাজনৈতিক কর্মীদের উপর করা অত্যাচার, খুন ও নির্যাতনের সাংবিধানিক সমাধান সূত্রের আর্জি নিয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সাথে দেখা করলাম আমরা। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, গত ১৪ জুন হাড়োয়ার প্রতিমা রুইদাস, ২৪ জুন হাওড়ার বাগনানে ৪৭ বছরের এক বধূ, ২৮ জুন সপ্তগ্রাম বিধানসভা এলাকার রিমা মন্ডল, ৩০ জুন গাইঘাটার ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এলাকায় ১৭ বছরের এক কিশোরী লাঞ্ছিত বা প্রহৃত হন।

আরও অভিযোগ, ৫ জুলাই শ্যামলী-সুদীপ মন্ডলের পরিবারের চার জন আক্রান্ত হন। আমফানের ত্রাণ দেওয়ার নাম করে ২২ বছরের এক বধূর শ্লীলতাহানি করা সয়। এ ব্যাপারে সিঙ্গুরের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী রমেশ কোলেকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ২০ জুলাই উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় মাম্পি সিংহ নামে এক নাবালিকাকে অপহরণের পর শ্লীলতাহানি করা হয়। ওই কিশোরী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে।

সংসারে অশান্তি, স্ত্রীকে গুলি করলো স্বামী

ডায়মন্ড হারবার, ৯ সেপ্টম্বর (হি. স.) : সংসারে অশান্তির জেরে স্ত্রীকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার নেতরা গ্রামে। গুরুতর জখম অবস্থায় রেশমা বিবি নামে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেছেন স্থানীয়রা। অন্যদিকে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী সামাদ হালাদার পলাতক। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রের খবর, সামাদের সাথে রেশমার বিবাদ বাধে। তুমুল অশান্তি হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। এরপরেই আচমকা ঘর থেকে বন্দুক বের করে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয় সামাদ। গুলিবিদ্ধ হয়ে সাথে সাথেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে রেশমা। আশপাশের মানুষজন গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁরা রেশমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত সামাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। সঠিক কি কারনে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা করেছেন সামাদ সে বিষয়ে তদন্তের পাশাপাশি কোথা থেকে সামাদ বন্দুক পেলেন সেই বিষয়ে ও তদন্ত করছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

তেজস্বী যাদব

আটের পাতার পর

তেজস্বীর কথায়, এই মুহূর্তে শুধুমাত্র বিহার নয়, সমগ্র দেশেই বৃহত্তম সমস্যা হল বেকারত্ব। বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়ে তেজস্বী বলেন, বহু স্বনির্ভর গোষ্ঠী এখন বেকার। বেকারত্বই এই মুহূর্তে দেশের সমচেয়ে গুরুতর সমস্যা।

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে এন্টিজেন টেস্টে মিলল ১০ জন করোনা রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। একই সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যু সংখ্যা। এর থেকে বাদ যায়নি তেলিয়ামুড়াও। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিত্যদিন চলছে করোনা ভাইরাসের এন্টিজেন টেস্ট। এই টেস্টের মাধ্যমে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নির্ধারণ হচ্ছে। বুধবার তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ৪৫ জনকে এন্টিজেন টেস্ট করানো হয়। এর মধ্যে ১০ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যায়। এদিকে ১০ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে ৫ জন তেলিয়ামুড়ার এস বি আই শাখার কর্মী বলে জানা গেছে। এর আগে তেলিয়ামুড়া এস বি আই শাখার এক কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছিল। এদিন মিলিয়ে মোট ৬ জন কর্মী করোনা আক্রান্ত হল। এই খবর পাওয়ার পর তেলিয়ামুড়া এস বি আই কার্যালয়টি বুধবার দুপুর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। জানা গেছে স্যানিটাইজ করা হবে সমগ্র অফিস।

বাড়িতে ঢুকে

● প্রথম পাতার পর

থানায় এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ মামলা গ্রহণ করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য খুঁজছে। সে পলাতক বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

নির্যাতন

● প্রথম পাতার পর

খবর পেয়ে চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা পূর্ব থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে তল্লাশি শুরু করেন। তল্লাশি চালিয়ে যথারীতি নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অভিযুক্ত স্বপনকুমার জামাতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নন্দননগর এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ডাম্পার ● প্রথম পাতার পর

এমএল ১১ ৪৬৫১, এএস ১১ ডিসি ৪৭২২ এবং এনএল ০১ ই ০৫৬৯ নম্বরের তিনটি অভারলোডেড লাইমস্টোন বোঝাই ডাম্পার তাঁরা আটক করেন। ইনচার্জ শীল আরও জানান, নিয়ম অনুযায়ী একটি ছয় চাকার লরিতে ১৫ টন এবং দশ চাকার লরিতে ২১ টন করে পাথর বহনের সরকারি অনুমতি রয়েছে। কিন্তু বাজেয়াপ্তকৃত দশ চাকার লরিগুলোতে প্রায় ৩০ টন করে পাথর পাওয়া গেছে। একই সাথে গাড়ির চালকদের সাথে লরিতে বোঝাইকৃত চুণাপাথরের উপযুক্ত কোনও কাগজপত্রও পাওয়া যায়নি।

বিভিন্ন দাবীতে

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ করেছেন যেসব সন্ত্রাসবাদীরা তাদের বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে বাস্তুচ্যুত করেছে সেই সব উগ্রপন্থীরা চাকরি চাকরি পেয়েছে, পুনর্বাসন পেয়েছে।অথচ যে সব পরিবার উগ্রপন্থীদের হামলায় বাস্তুচ্যুত হয়েছে তারা এখন যাযাবরের মতো জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে সংগঠন।

মাস্ক

● প্রথম পাতার পর

মানছে না। নিয়ম ভাঙ্গার প্রবণতা তাদের মধ্যে অধিক। বুধবার সদর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস জানান এখনো পর্যন্ত ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৫৮০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে মাস্কের জন্য। কিন্তু এর পরেও একটা অংশ বাজারে হাটে , রাস্তাঘাটে বিনা মাস্কে বের হচ্ছে। তারা বিভিন্ন জায়গায় ভীর করছে। যে কারনে সমস্যা আরো বাড়ছে। এই অবস্থায় সদর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস জানান একা স্বাস্থ্য দপ্তর ও মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। মানুষকে এই ক্ষেত্রে সতর্ক হয়ে নিয়ম মেনে চলতে হবে। তাই সকলে অযথা ভীড় না করে, সরকারী নির্দেশ কঠোর ভাবে মেনে চলার বার্তা দেন তিনি।

আমবাসা প্রাথমিক

● প্রথম পাতার পর

বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশীষ দেববর্মা প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার কিশোর দেববর্মা, অতিরিক্ত জেলাশাসক অজিত শুক্ল দাস, স’য় চক্রবর্তী এবং জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা শাসকগণ।

পর্যালোচনা সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী আমবাসাস্থিত পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আমবাসাবাড়ি এস টি বয়েজ হোস্টেল কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করেন। সেখানকার আবাসিকদের চিকিৎসা পরিষেবা এবং তাদের থাকা খাওয়া সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়েছেন। কথা বলেছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে। প’ায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব সাংবাদিকদের বলেন, সমস্ত রোগীদের যাতে জিবি হাসপাতালে ছুটে যেতে না হয় রাজ্য সরকার তার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই জেলার কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলিতে যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলি পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আবার আন্দোলনে ● প্রথম পাতার পর

১০৩২৩ এর প্রসঙ্গ ক্রমে বলতে গিয়ে এই কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা রয়েছে। কাউকে বাধা দেওয়া হবে না।

গনতন্ত্রে বিশ্বাসী বিজেপি দল। মানুষ বিচার করবে। ১০৩২৩ নিয়ে কাঠগড়ায় থাকতে পারেনা বর্তমান সরকার। যারা এদের সৃষ্টি কর্তা তারা পেছন থেকে একটা অংশকে লেলিয়ে দিচ্ছে। বাম সরকার অপরাধ করেছে। তাদের অপকর্মের ফলে ১০৩২৩ এর এই অবস্থা। বিজেপি ক্ষমতায় এলে মানবতার দিক দিয়ে কিছু করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়েছে। এক কালীন ছাড় এনে কিছু অংশকে টেকানো গেছে। এদিন শীর্ষ আদালতের বক্তব্য স্পষ্ট করে দেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এই বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। কিছু অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। তাঁর পরেও মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টা দেখছেন। বর্তমানে এরা কেউ শিক্ষা দপ্তরের লোক নয়। রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১০৬৬৮ পদ সৃষ্টিশিক্ষামন্ত্রী করার। গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি পদে এই পোস্টে ক্রিয়েট করা হয়েছে। এতে ১০৩২৩ এর পাশাপাশি বেকারাও থাকবে। কিন্তু এই পদ গুলি অন্য দপ্তরের।

তাই শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে কোন মন্তব্য করবেন না বলে জানান তিনি। মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে তিনি জানান মুখ্যমন্ত্রী তাদের নেওয়ার জন্য একটা উদ্যোগ নিয়েছেন। অতি সম্প্রতি মর্ডালিটি ঠিক করা হবে। যাতে আইনের সমস্যা না হয়। শুধু ১০৩২৩ মারা যায় এটা ঠিক নয়। প্রতিটি মানুষের মৃত্যু দুঃখ জনক। কিন্তু এদের সৃষ্টি কর্তা সাদা পোশাক পরিধান করে বসে আছেন। তিনি এখনো মানুষের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করে চলছেন। অতি দ্রুত মর্ডালিটি ঠিক করে এই বিষয়ে ঘোষণা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে দিন ক্ষণ এখনো বলা যাবে না। ১০৩২৩ এর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে বলে জানান মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

াঙ্গন

এভাবে খেললে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও হারব: মেসি

বার্সেলোনা যে তাদের চিরচেনা দাপুটে রূপ হারাতে বসেছে, অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন লিওনেল মেসি। অধিনায়ক তাগিদ দিয়েছিলেন খেলায় উন্নতি করার, নইলে হাতছাড়া হয়ে যাবে লা লিগার মুকুট। ফলে গেছে সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলারের কথা। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিয়ে নিজের ভাবনার কথা জানালেন। মনে করিয়ে দিলেন, এভাবে চলতে থাকলে সেখানেও হারের বিষাদ তাদের সঙ্গী হবে।লা লিগায় বৃহস্পতিবার বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ নেমেছিল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে। জিতলেই চ্যাম্পিয়ন-এই সমীকরণ রিয়াল মিলিয়ে নিয়েছে ভিয়ারিয়ালকে ২-১ গোলে হারিয়ে। অন্যদিকে, নিজেদের মাঠে ওসাসুনার বিপক্ষে একই ব্যবধানে হেরে গেছে বার্সেলোনা।লিগের মুকুট খোয়ানো বার্সেলোনার সামনে এখন শিরোপা বলতে বেঁচে আছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফিরে পাওয়া। আগামী অগাস্টে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে নাপোলির মুখোমুখি হবে কিকে সেতিয়েনের দল। প্রথম পর্বে ইতালির দলটির মাঠ থেকে ১-১ ড্র নিয়ে ফিরেছিল বার্সেলোনা।প্রথম লেগের ড্র এবং একটি মূল্যবান অ্যাওয়ে গোল থাকায় সুবিধাজনক অবস্থায় আছে বার্সেলোনা। কিন্তু পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় নিজেদের ছন্দহীন খেলা দেখে শঙ্কিত মেসি।"আমরা যদি এভাবেই চলতে থাকি, তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নাপোলির কাছে হারব। আমি অনেকবার বলেছি যে, যদি আমরা এভাবে খেলি, তাহলে লা লিগা জিততে পারব না এবং একই কথা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বেলায়ও হবে।"করোনাভাইরাসের থাবায় লিগ স্থগিত হয়ে যাওয়ার সময়ও রিয়ালের চেয়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। কিন্তু পরে পথ হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে যাওয়া কাতালুনিয়ার দলটি পারেনি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের টপকাতে। এল চিরিংগুইতোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি জানান লিগের এমন সমাপ্তি আশা করেননি তিনি।"মৌসুমটা এভাবে শেষ হবে, আমরা আশা করিনি। কিন্তু মৌসুমজুড়ে আমাদের বেলায় সেটাই হলো। দুর্বল প্রতিপক্ষের বিপক্ষে এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অধারাবাহিক থাকার কারণে আমরা অনেক অনেক বেশি পয়েন্ট হারিয়েছি।""আমরা ক্ষুব্ধ। সমর্থকরা ক্ষুব্ধ। কেননা, আমরা তাদেরকে কিছু দিচ্ছি না এবং তারা অধৈর্য হয়ে পড়েছে।"এখন খেলোয়াড় এবং ক্লাবের আত্মসমালোচনায় বসে পথ খুঁজে বের করার সময় বলেও মনে করেন মেসি।"অবশ্যই আমাদের আত্মসমালোচনা করতে হবেখেলোয়াড় এবং ক্লাব উভয়কেই। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরুর আগে আমাদের হাতে সময় আছে এবং অবশ্যই আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং পরিবর্তন আনতে হবে।"

বার্সেলোনায় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চিত সেতিয়েন

লিগ শিরোপা হাতছাড়া হয়ে গেছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আশা অবশ্য এখনও টিকে আছে। তবে, দলের সাদামাটা পারফরম্যান্সে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েছেন বার্সেলোনার কোচ কিকে সেতিয়েন। এমন প্রতিকূল অবস্থায় আগামী মাসে ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় কাতালান ক্লাবটির ডাগআউটে থাকবেন কি-না, নিশ্চিত নন ছয় মাস আগে দলটির দায়িত্ব নেওয়া এই স্প্যানিয়ার্ড।নিজেদের মাঠে বৃহস্পতিবার ভিয়ারিয়ালকে ২-১ গোলে হারিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতে লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধার করে রিয়াল মাদ্রিদ। একই সময়ে শুরু হওয়া আরেক ম্যাচে কাম্প নউয়ে ওসাসুনার বিপক্ষে ২-১ গোলে হারে আগের দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা।আগামী ৮ অগাস্ট, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর ফিরতি পর্বে নিজেদের মাঠে নাপোলির মুখোমুখি হবে সেতিয়েনের দল। গত ফেব্রুয়ারিতে সান সিরোয় প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়েছিল।ফিরতি পর্বের এই ম্যাচে বার্সেলোনার ডাগআউটে থাকবেন কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে অনিশ্চয়তার সুর শোনা গেল সেতিয়েনের কণ্ঠে।"আশা করছি থাকব, তবে আমি জানি না।"ওসাসুনার বিপক্ষে হারের পর লিওনেল মেসি বলেন, দলের সবাইকে এখন নিজেদের ভুলগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। অধিনায়কের সঙ্গে একমত কোচ।"আত্মসমালোচনার মতো কিছু বিষয়ে আমি মেসির কথার সঙ্গে একমত।"সেতিয়েনের বিশ্বাস, এখনও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তাদের ভালো সম্ভাবনা আছে। তবে নিজের ভবিষ্যৎ তার হাতে নেই।"আমার বিশ্বাস, আমরা ভিন্ন একটি দল হতে যাচ্ছি, মানসিকভাবে শক্তিশালী দল। আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় থেকেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামব।"চলতি মৌসুমে লিগ শিরোপা জয়ের দৌড়ে অনেকটা সময় পর্যন্ত এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত মার্চে খেলা বন্ধ হওয়ার আগে শীর্ষে ছিল তারা। ২ পয়েন্টে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল রিয়াল।কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর থেকে ধুঁকতে দেখা যাচ্ছে বার্সেলোনাকে। এই সময়ে ১০ ম্যাচের মধ্যে তারা জিততে পেরেছে কেবল ৬টি। অন্যদিকে, রিয়াল টানা ১০ ম্যাচ জিতে নিশ্চিত করেছে শিরোপা। সেতিয়েন মনে করেন, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের মতো ভাগ্যের সহায়তা তারা পাননি। "তারা ১০ ম্যাচের সবগুলো জিতেছে এবং আমরা পয়েন্ট হারিয়েছি। কিছু ম্যাচে আমাদের জয় প্রাপ্য ছিল। আবার যেমন, আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ড্রটা যথার্থ ছিল। কিছু জেতার জন্য যে ভাগ্য লাগে, সেটা আমাদের ছিল না। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের(রিয়ালের) ছিল।"

এএফসির 'সেরা পাঁচে' জীবনের গোল

ফ্লিক, ট্রিকস ও ব্যাকহিল-এই তিন ক্যাটাগরিতে এএফসি কাপের সেরা পাঁচ গোলের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে আবাহনী লিমিটেডের ফরোয়ার্ড নাবীব নেওয়াজ জীবনের গোল। এফসি কাপের গত কয়েক বছরের গোলগুলো এই তিন ক্যাটাগরিতে বিবেচনায় নিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। ২০১৯ সালের ১৭ এপ্রিলে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের দল মিনেরভা পাঞ্জাবের বিপক্ষে করা জীবনের গোলটি আছে তালিকায়। ২-২ ড্র হওয়া সেই ম্যাচের ২০তম মিনিটে গোলটি করেছিলেন জীবন। হাইতির ফরোয়ার্ড কেরভেন্স ফিলস বেলফোর্টের ব্যাকহিলে তার নিখুঁত ফ্লিক চোখের পলকে খুঁজে নিয়েছিল জাল। এই গোলেই প্রথম দফায় সমতায় ফিরেছিল ঘরোয়া ফুটবলের ঐতিহ্যবাহী দল আবাহনী। এই তালিকায় আছে উজবেকিস্তানের দল নাসাফের হয়ে ২০১১ সালের এএফসি কাপে করা লাটভিয়ার ফরোয়ার্ড আন্দ্রেইস পেরেপলোতকিনস, ইরাকের দল আরবিলের হয়ে ২০১২ সালে করা আমজাদ রাধির গোল। তালিকার বাকি দুটি হলো, জর্ডানের দল আল ওয়েহদাতের হয়ে ২০১৯ সালে করা বাহা ফয়সাল ও সিঙ্গাপুরের দল হোম ইউনাইটেডের হয়ে করা হাফিজ নুরের গোল। এই তিন ক্যাটাগরির মধ্যে সেরা গোল নির্বাচনের জন্য আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন ফুটবলপ্রেমীরা।

লা লিগা চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ

প্রস্তুত মঞ্চে আলো ছড়ালো রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ দিকে কিছুটা ভুগতে হলেও কাঙ্ক্ষিত জয় তুলে নিল জিনেদিন জিদানের দল। দুই বছর পর লা লিগা শিরোপা জয়ের আনন্দে ভাসলো স্পেনের সফলতম দলটি।কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার তৃপ্তি রামোসেররিয়ালে প্রতি ১৯ ম্যাচে ১ শিরোপা কোচ জিদানের! সব ম্যাচ জয়ের আত্মবিশ্বাস ছিল: কোর্তোয়া আলফ্রেদো দে স্তেফানো স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ভিয়ারিয়ালকে ২-১ গোলে হারিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে জিদানের দল। শিরোপা জয়ের ম্যাচে নায়ক করিম বেনজেমা; দুই অর্ধে করেন একটি করে গোল। শেষ দিকে ব্যবধান কমান ইবোরা।প্রতিযোগিতার ইতিহাসে রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন রিয়ালের এটি ৩৪তম শিরোপা। এর আগে ২০১৬-১৭ মৌসুমে শেষবার লিগের মুকুট পরেছিল তারা।আক্রমণাত্মক শুরু করা রিয়াল প্রথম সাত মিনিটে ভালো দুটি আক্রমণ করে; তবে সাফল্য মেলেনি। তৃতীয় মিনিটে দানি কারভাহালের দুর্বল লবের চার মিনিট পর লুকা মদ্রিচও দুর্বল শট নেন। খানিক পর লক্ষ্যভ্রষ্ট শটে হতাশ করেন বেনজেমাও।২৯তম মিনিটে গোলের দেখা পায় রিয়াল। মাঝমাঝে প্রতিপক্ষের পাস ধরে কাসেমিরো বাড়ান সামনে। মদ্রিচ বল ধরে একটু এগিয়ে ডান দিকে বাড়ান বেনজেমাকে। ডি-বক্সে জায়গা বানিয়ে কোনাকুনি শটে গোলরক্ষকের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন আসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা।২০০৯ সালে লিওঁ থেকে বের্নাবেউয়ে যোগ দেওয়া বেনজেমা এই প্রথম লা লিগায় টানা দুই মৌসুমে ২০ বা তার বেশি গোল করলেন। গত মৌসুমে করেছিলেন ২১টি।দ্বিতীয়ার্ধের অষ্টম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করার সম্ভাবনা জাগান কারভাহাল। তবে একজনকে কাটিয়ে তার নেওয়া শট রুখে দেন গোলরক্ষক সের্হিও আসেনহো।৬৬তম মিনিটে বাঁ দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়া চাভি কিনতিয়াকে রুখতে ছুটে যান কোর্তোয়া। বল নিয়ন্ত্রণে নিলেও প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারের হাঁটুতে মাথায় আঘাত পান বেলজিয়ান গোলরক্ষক। তবে, মাঠেই প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে খেলা চালিয়ে যান তিনি।৭৭তম মিনিটে ঘটনাবহুল পেনাল্টি গোলে শিরোপা অনেকটাই নিশ্চিত করে ফেলেন বেনজেমা। রামোস ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টিটি পায় রিয়াল।স্পট কিক নিতে এসে আলতো টোকায় বল একটু সামনে বাড়ান অধিনায়ক রামোস, ছুটে এসে জোরালো শটে লক্ষ্যভেদ করেন বেনজেমা। প্রতিবাদ জানায় সফরকারীরা। অবশ্য রামোসের ঢোকার আগেই বেনজেমা ডি-বক্সে ঢুকে পড়ায় আবার পেনাল্টি শট নিতে হয় রিয়ালকে। এবার আর কোনো বাড়তি ঘটনা নয়, নিচু শটে আসরে নিজের ২১তম গোলটি করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। চার মিনিট পর তারা পেতে পারতো আরেক গোল। কিন্তু টনি ক্রুসের দূরপাল্লার জোরালো শট ক্রসবারে বাধা পায়।৮৩তম মিনিটে ডান দিক থেকে সতীর্থের ক্রসে হেডে ইবোরা ঠিকানা খুঁজে পেলে নাটকীয়তার সম্ভাবনা জাগে। ব্যবধান কমিয়ে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে ভিয়ারিয়াল। ৮৮তম মিনিটে সমতাও টানতে পারতো তারা; তবে মুহূর্তের ব্যবধানে দুটি সুযোগ হারায় দলটি।যোগ করা সময়ে জালে বল পাঠিয়েছিলেন মার্কো আসেনসিও। তবে তাকে পাস দেওয়া বেনজেমার হাতে বল লাগায় ভিএআরের সাহায্যে হ্যান্ডবলের বাঁশি বাজান রেফারি।অবশ্য ব্যবধান না বাড়লেও শিরোপা উল্লাসে কোনো ভাটা পড়েনি রিয়ালের। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় উদযাপন। ডাগআউট থেকে ছুটে যান রিয়ালের সাফল্যের কারিগর কোচ জিদান।ফরাসি কিংবদন্তির কোচিংয়ে এই নিয়ে একাদশ শিরোপা জিতল ইউরোপের সফলতম ক্লাবটি। প্রথম মেয়াদে ৯টি; আর এবার দুটি। গত জানুয়ারিতে স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছিল তারা।করোনাভাইরাস বিরতির পর পুনরায় মাঠে গড়ানো লিগে শুরুতে বার্সেলোনার চেয়ে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল রিয়াল। 'নতুন রূপে' ফেরা লিগে তারাও যেন ফেরে নতুন চেহারায়; ১০ ম্যাচ খেলে সবকটিতেই জিতল দলটি। ৩৭ ম্যাচে ২৬ জয় ও আট ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৮৬।একই সময়ে কাম্প নউয়ে শুরু হওয়া ম্যাচে ওসাসুনার বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরে গেছে বার্সেলোনা। আসরে এটি তাদের ষষ্ঠ পরাজয়। ২৪ জয় ও সাত ড্রয়ে কাতালান ক্লাবটির পয়েন্ট ৭৯।গেতাফের মাঠে ২-০ গোলে জেতা আতলেতিকো মাদ্রিদ ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে তিনে। ২ পয়েন্ট কম নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে সেভিয়া। আগামী মৌসুমে এই চার দল খেলবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে।

বেশি আনন্দ হচ্ছে জিদানের !

ইউরোপ সেরা আসরে দারুণ আলো ছড়ালেও লা লিগায় কিছুটা মলিন ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। লিগ শিরোপা জয়ের পর তাই জিনেদিন জিদান ভাসছেন অন্যরকম আনন্দে। দলটির কোচ জানালেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চেয়ে লিগ শিরোপা জয় তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার করিম বেনজেমার জোড়া গোলে ভিয়ারিয়ালকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে লা লিগার শিরোপা পুনরুদ্ধার করে রিয়াল। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন রিয়ালের এটি ৩৪তম শিরোপা এবং ২০১৭ সালের পর প্রথম।রিয়াল কোচ হিসেবে টানা তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা জিদান লা লিগায় পেলেন দ্বিতীয় শিরোপার স্বাদ। ২০১৬-১৭ মৌসুমে প্রথম লিগ শিরোপাটি জিতেছিলেন এই ফরাসি। ম্যাচ শেষের প্রতিক্রিয়ায় ঘরোয়া লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন জিদান।"এই মুহূর্তে আমার যে আবেগ-অনুভূতি, তা প্রকাশের ভাষা নেই। ছেলেরা অবিশ্বাস্য খেলেছে। আমরাই সেরা; কেননা, আমরা সর্বোচ্চ পয়েন্ট পেয়েছি। পেশাদার ক্যারিয়ারে এটি আমার জীবনের অন্যতম সেরা দিন।""অতীতে আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সাফল্য পাচ্ছিলাম, কিন্তু লা লিগা জয় আমাকে আরও বেশি আনন্দ দেয়। কেননা এটা আমাদের ঘরের প্রতিযোগিতা।"রিয়ালের ডাগআউটে এ পর্যন্ত ১১টি শিরোপা জিতেছেন জিদান।

Tender No.6(6)-TGP/PROC/2003/479 dated 02.09.2020

Short Notice Inviting Tender

Sealed Tender is hereby invited by the Director, GA(Printing & Stationery) Department from registered local/ firms/ contractors for Annual Maintenance Contract (AMC) of Anti Termite Treatment in the GA(Printing & Stationery) Department, Agartala.
The tender must reach to the Director, GA(Printing & Stationery) Department on or before 30.09.2020 upto 3.00 P.M.
The detail NIT will be available in the Notice Board of this Department.
ICA/C-1583/2020-21

PNIe-T NO :- 85/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

Percentage rated e-tender in 2(Two) bids are invited for the following work:-

Si NO DNIeT No Estimated Cost Deadline for bidding Place, Time & date of opening of Technical bid

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding	Place, Time & date of opening of Technical bid
1	DNIe-T No.01/CE/PWD(DWS)/2020-21 (2nd Call)	36056941.00	30-09-2020	Up to 15.30 Hrs on 01-10-2020 Office of the Executive Engineer, DWS Division, Ambassa, Jawaharnagar
2	DNIe-T No.02/CE/PWD(DWS)/2020-21 (2nd Call)	36056941.00	30-09-2020	
3	DNIe-T No.03/CE/PWD(DWS)/2020-21 (2nd Call)	36056941.00	30-09-2020	

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For details please visit www.tripurafmders.gov.in and for any query please contact :- 9436355955/ 03826-267230
ICA/C-1586/2020-21
For and on behalf of Governor of Tripura.

(Er. H.Chakma) Executive Engineer
DWS Division, Ambassa, Jawaharnagar,
Dhalai, Tripura

আগামী ১৫ই লোয়াইরপোয়া সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

লোয়াইরপোয়া (অসম), ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর করিমগঞ্জ জেলার আন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াইরপোয়া সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা। এ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন সমিতির সভাপতি শংকরপ্রসাদ লোহার এবং সাধারণ সম্পাদক মানসরঞ্জন হোমচৌধুরী। জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি জেলাশাসক আনবামুথান মুথুস্বামী পালানিস্বামী, বিভাগীয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সমবায় সমিতির সদস্যাসদস্যাের কাছে পাঠানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১১:০০টা থেকে লোয়াইরপোয়া সমবায় কার্যালয়ে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সকল সদস্যাত সদস্যা সহ বিশিষ্ট নাগরিকদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভার কার্যসূচিতে রয়েছে বিগত বছরের সাধারণ সভার প্রস্তাব পাঠ ও অনুমোদন পেশের পাশাপাশি ২০২১ অর্থ বর্ষের বার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন। ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষের স্থিতিপত্র পাঠ ও পর্যালোচনা। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ এবং সভ্য ও সভ্যাদের ঋণ গ্রহণের উর্ধতম সীমা নির্ধারণ। তাছাড়া সভায় নানা বিষয়ে আলোচনা হবে বলেও জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৯১৬, সক্রিয় রোগী ৩১, ৬৫৪ জন

২৪ ঘন্টায় ১১.৫৪ লক্ষ, ভারতে ৫.১৮ কোটির উর্ধে করোনা-পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দৈনিক কোভিড-১৯ স্যাম্পেল পরীক্ষায় ফের সর্বোচ্চ রেকর্ড ভারতে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১,৫৪,৫৪৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৫.১৮ কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এযাবৎ দেশে ৫,১৮,০৪,৬৭৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) ভারতে ১১,৫৪,৫৪৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৫,১৮,০৪,৬৭৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ভারতে দৈনিক করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা অনেকটাই স্বস্তিদায়ক।

কুলগামে গ্রেফতার দু''জন সন্দেহভাজন, ট্রাক থেকে উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় জওহর টানেলের কাছে দু''জন সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করল সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ টিম। মঙ্গলবার মধ্যরাতে সাম্বা থেকে আসা একটি ট্রাককে (জে কে ২২বি-১৭৩৭) জওহর টানেলের কাছে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা। ওই ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয়েছে দু''জন সন্দেহভাজনকে। ধৃতদের নাম-বিলাল আহমেদ এবং শাহনওয়াজ আহমেদ মীর। তাদের বাড়ি শোপিয়ান জেলায়। ওই ট্রাক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু''টি ম্যাগাজিন-সহ একটি একে-৪৭ রাইফেল, তিনি ম্যাগাজিন-সহ একটি এম৪ ইউএস কার্বাইন, ছ''টি চিনা পিস্তল এবং ১২টি ম্যাগাজিন।

আর মাত্র এক মাস বাকি। তাই এখন মূর্তি পাড়ায় চলছে দুর্গাপ্রতিমা তৈরির কাজ। ছবি-নিজস্ব।

৭ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ১,১৭১ জনের করোনা-সংক্রমিত ৯৪,৮৫৪

জয়পুর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭২৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নতুন করে ৭২৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৪,৮৫৪।

বুধবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৭২৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

আক্রান্ত ৭২৮ জনের মধ্যে আজমের-এ ৫৪ জন, আলওয়ারে ৪৩ জন, বন্সওয়ারে ৮ জন, বরণে ১৭ জন, বারমের-এ ২৩ জন, ভরতপুরে ৭ জন, ভিলওয়ারে ২৭ জন, বিকানের-এ ৩২ জন, বুন্দিতে ২১ জন, চিত্তরগড়ে ১৭ জন, চুরুতে ৫ জন, ঢোলপুরে ১২ জন, দুঙ্গারপুরে ৭ জন, গঙ্গানগরে ৯ জন, হনুমানগড়ে ৩১ জন, জয়পুরে ১০১ জন, জালোরে ২৫ জন, ঝালাওয়ারে ২৩ জন, যোধপুরে ৭০ জন, কোটায় ৮৯ জন, নাগাউরে ১৭ জন, পালিতে ২৪ জন, প্রতাপগড়ে ১২ জন, রাজসমন্দে ২১ জন, সওয়াই মাধপুরে ১৯ জন, সিরোহিতে ৬ জন এবং উদয়পুরে ৮ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে সমগ্র রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭২৮ জন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৪,৮৫৪-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭৭,৯২২ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৫,৭৬১ এবং নতুন করে ৭ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,১৭১ জনের।

কোয়ারেন্টাইনে গেলেন বাম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বিধানসভা অধিবেশনের আগেই কোয়ারেন্টাইনে গেলেন বাম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী। তাঁর গাড়িচালকের শরীরে করোনা ধরা পড়েছে। মঙ্গলবার টুইট করে একথা নিজেই জানান সুজনবাবু। তিনি আরও বলেন, যেহেতু তিনি তাঁর চালকের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাই আগামী সাতদিন তিনি আইসোলেশনে থাকবেন।

প্রসঙ্গত, বিধানসভা অধিবেশন বসার আগে সমস্ত বিধায়ক ও তাঁদের গাড়ি চালকদের করোনা পরীক্ষা করা করানো হয়েছিল। এই পরীক্ষাতে জানা যায় সুজন চক্রবর্তীর গাড়িচালক করোনা আক্রান্ত। যদিও করোনা নেগেটিভ সুজন চক্রবর্তী। তবে যেহেতু তিনি তাঁর গাড়ি চালকের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাই একেবারে সংক্রমনের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে তিনি নিভৃতাবাসের পথ বেছে নিয়েছেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, কিছুদিন আগে দিলীপ ঘোষের গাড়িচালকের শরীরে ধরা পড়েছিল করোনা। এরপরে কোয়ারেন্টাইনে যান দিলীপ ঘোষও। বিগত দিনগুলিতে একাধিক নেতা মন্ত্রী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এমনকি রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এদিকে সুজিত বসু, ফুয়াদ হালিম, লকেট চট্টোপাধ্যায় সহ রাজ্যে একাধিক নেতা মন্ত্রীর শরীরে থাবা বসিয়েছে এই মারণ ভাইরাস। এদিকে বাদল অধিবেশনের আগেই সমস্ত সাংসদ এবং তার পরিবারের সদস্যদের করোনা পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণাকরেছেন লোকসভার স্পিকার। বিধানসভা অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেও করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য নেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ পদক্ষেপ।

আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দফতর।কলকাতা সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে এবং ছয়ের পাতায় দেখুন

নাসিকের অদূরে ভূকম্পন, ফের কাঁপল মহারাষ্ট্রের পালঘর

নাসিক, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা। এবার কাঁপল মহারাষ্ট্রের নাসিকও। বুধবার ভোর ৪.১৭ মিনিট নাগাদ ৩.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় নাসিক থেকে ৯৩ কিলোমিটার পশ্চিমে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বুধবার ভোর ৪.১৭ মিনিট নাগাদ ৩.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় পালঘর জেলায়। কম্পন টের পাওয়া যায় নাসিক থেকে ৯৩ কিলোমিটার পশ্চিমে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

জীবাণু মুক্ত করণ রাজ্য বিজেপি সদর দফতরে

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবার জীবাণু মুক্ত করণের কাজ চলল রাজ্য বিজেপি সদর দফতরে। এদিন সকালে মুরলিধর সেন লেন সংলগ্ন বিজেপি পার্টি অফিস কোরোনা রোধক স্প্রে করা হয়। সাংবাদিক বৈঠকের ঘর সহ গোটা অফিসের প্রতিটি কামরায় হ্যান্ড মেশিনের সাহায্যে এই স্প্রে চরিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় দের ঘন্টা সময় ধরে পুরো বাড়িটিকে স্যানিটাইজ করা হয়। এই পার্টি অফিসেই প্রতিদিন বহু মানুষের আনা গোনা। তাই বোঝা সম্ভব নয় কে সুপার স্প্রেডার। যারা নিজেরা সুস্থ আছেন অথচ সংক্রমণের বাহক তাদের কে সুপার স্প্রেডার হিসাবে চিহ্নিত করেছে কলকাতা পুরসভা। এমন এই ধরণের সুপার স্প্রেডারের সংখ্যা বেশি। যদিও এই প্রথম নয় এর আগেও দফায় দফায় গোটা অফিসকে সংক্রমণমুক্ত করার কাজ করা হয়েছে। তবে ইদানিং যেভাবে সংক্রমণের হার বাড়ছে তাতে বার্তি সর্তকতা নিতে চাইছে রাজ্য বিজেপি। সামনে কঠিন লড়াই সেই লড়াই কে লড়তে গেলে প্রতিটি নেতাকর্মীকে সুস্থ-সবল ও বলিয়ান থাকতে হবে। তাই কেউ যাতে সংক্রমিত না হয় পরে, তার জন্য পুরো অফিসকে স্যানিটাইজ সংক্রমণমুক্ত করা হল।

করোনা-সংক্রমণ ৪৪ লক্ষ ছুঁইছুঁই, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৭৩,৮৯০ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসের দাপট বাড়ছেই। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৪৪ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪৩,৭০,১২৯-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে বিগত ২৪ ১ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১, ১১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৯,৭০৬ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৩,৮৯০ ১ড্রজন এবং মোট সংক্রমিত ৪৩,৭০,১২৯ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৩,৯৮,৮৪৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৯৪।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৭৩,৮৯০ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪,৫৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৯ জন, অসমে ৩৭৮ জন, বিহারে ৭৬৫ জনের, চন্ডীগড়ে ৭৮ জন, ১, ছত্তিশগড়ে ৪০৭ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৬১৮ জনের, গোয়া ২৫৬ জন, গুজরাটে ৩,১৩৩ জনের, হরিয়ানায় ৮৫৪ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৬০ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৮১৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৪৯৬ ১ড্রজনের, কর্ণাটকে ৬, ৬৮০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩৭২ জন, লাদাখে ৩৫ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,৬০৯ জন, মহারাষ্ট্রে ২৭,৪০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৩৯ জন, মেঘালয়ে ১৭ জন, নাগাল্যান্ডে ১০ জন, ওডিশায় ৫৬৯ জনের, পুদুচেরিতে ৩৩৭ জন, পঞ্জাবে ১,৯৯০ ১ জন, রাজস্থানে ১,১৬৪ জনের, সিকিমে ৭ জন, তামিলনাড়ুতে ৮,০১২ জন, তেলেঙ্গানায় ৯১৬ জন, ত্রিপুরায় ১৬১ জন, উত্তরাখণ্ডে ৩৬০ জন, উত্তর প্রদেশে ৪,০৪৭ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩,৬৭৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৬৯ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৭.৭৭ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২০.৫৩ শতাংশ মানুষ।

কমলা হ্যারিসকে মার্কিন জনগণ পছন্দই করেন না : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে সেনেটর কমলা হ্যারিসকে বেছে নিয়েছেন ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জো বাইডেন। কমলা প্রথম এশীয়-আমেরিকান মহিলা যাঁকে এই পদের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। কিন্তু, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতে, তাঁকে (কমলা হ্যারিস) কেউ পছন্দই করেন না।

কমলা হ্যারিসকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে ট্রাম্প বলেছেন, তিনি কখনই আমেরিকার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না। তাহলে আমাদের দেশের প্রতি অপমান করা হবে। নর্থ ক্যারোলিনার একটি র‍্যালি থেকে জো বাইডেনকে আক্রমণ করে ট্রাম্প বলেছেন, এটা একেবারে পরিষ্কার-যদি বাইডেন জয়ী হন, তাহলে চিনও জয়লাভ করবে।....চিন এবং দাঙ্গাবাজরা কেন চাইছে বাইডেন জয়ী হোক, আসলে তারা জানে বাইডেনের নীতির দ্বারা আমেরিকার পতন হবে।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৯১৬, সক্রিয় রোগী ৩১,৬৫৪ জন

হায়দরাবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের অনেকটাই বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৪৭৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২,৪৮৫ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-১, ৪৭,৬৪২ এবং ৯১৬।

বুধবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৪৭৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,১৫,০৭২ জন। মঙ্গলবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩১,৬৫৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬২,৬৪৯টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে।

কঙ্গনা-বিতর্কে জড়াবেন না! মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফের হুমকি

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের হুমকি-ফোন পেলেন মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ। অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত সম্পর্কে ''কড়া'' মন্তব্যের জন্যই হুমকি দেওয়া হয়েছে মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। অনিল দেশমুখকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কঙ্গনা-বিতর্কে না গলাবেন না!

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার এবং বুধবার সকাল ছ''টা নাগাদ পৃথক পৃথক নম্বর থেকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়েছে অনিল দেশমুখকে। তার মধ্যে একটি নম্বর হিমাচল প্রদেশের। ঘটনাচক্রে অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত হিমাচল প্রদেশেরই বাসিন্দা। সূত্রের খবর, হুমকি দেওয়া তিনজনের মধ্যে একজনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। তার নাম-মৃত্যুঞ্জয় গর্গ। মঙ্গলবার হিমাচল প্রদেশ থেকে একটি হুমকি আসে। এরপর বুধবার সকালে দু''বার ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়।

শ্রীনগরের সরকারি আবাসন ছাড়ছেন ওমর আব্দুল্লাহ, নিজ ইচ্ছেতেই সিদ্ধান্ত

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শ্রীনগরের সরকারি আবাসন খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ। নিজ ইচ্ছেতে, অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার আগেই শ্রীনগরের সরকারি আবাসন ছেড়ে দেবেন ওমর আব্দুল্লাহ।

জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের এডমিনিস্ট্রেটিভ সেক্রেটারিকে লেখা চিঠিতে ওমর আব্দুল্লাহ জানিয়েছেন, শ্রীনগর সংসদীয় কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় ২০০২ সালে শ্রীনগরের গুপকার রোডে জি-১ আবাসন বরাদ্দ করা হয়েছিল আমাকে।....এখন সেই আবাসন আমি খালি করতে চাইছি। কোভিড-১৯-এর অনেকটা বিলম্ব হয়েছে ঠিকই, তবে ৮-১০ সপ্তাহের মধ্যে গুপকার রোডের আবাসন খালি করে দেব।

বিহারে ৭ কোটির বেশি যুবক বেকার, কিছুই করছেন না নীতীশ কুমার তেজস্বী যাদব

পাটনা, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিহারে কর্মসংস্থান নিয়ে নীতীশ কুমারকে ফের তীব্র আক্রমণ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। লালু-পুত্র তেজস্বীর কথায়, বিহারে ৭ কোটির বেশি যুবক এই মুহূর্তে বেকার, কোভিড-১৯ লকডাউনের কারণে বহু মানুষ আবার বিহারে ফিরে এসেছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁদের কাজ দিচ্ছেন না নীতীশ কুমার। ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণে
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।